শাক্যসিংহ।

বিজ্ঞাপন

পাঠকবর্গ! লেখনী চালনা কাহাকে বলে আমি জানি না। আমার লেখনী এই মাত্র প্রথম পদ নিক্ষেপ করিল। যাত্রাটী শুভ কি অশুভ এবং ফলই বা কিরূপ হইবে, তাহা আপনারাই বলিতে পারেন। আপনাদের নিকট আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে আমার লেখনী যেরূপ কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করিয়া এ লিপিকাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিল, সেরূপ আপনারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার ক্ষেত্রটীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলে পরম সন্তোষ লাভ করিব।

বঙ্গাব্দ ১৩২২। শ্রীতারকেশ্বর শর্ম্মণঃ।



শাক্যসিংহ।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান অযোধ্যার উত্তর ভাগে নেপাল পর্ব্বতের শিখরদেশে কপিলবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল। তাহার রাজধানী কপিলবস্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন যাবতীয় নগরের অপেক্ষা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া দর্শকদিগের চিত্ত হরণ করিত। নানাদেশীয় লোকের সমাগমে নগরটী সমধিক-সমৃদ্ধি-শালী ও উন্নত হইয়া উঠে। নগরের চতুষ্পার্শ্বে শৈলমালা দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গরূপে নগরকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিত। ইহার অনতিদূরে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুদিগের আবাস ভূমি। দুর্গম অরণ্য শ্রেণী দেখিয়া বোধ হয় প্রকৃতি যেন বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ করিতেছে। নগরের পার্শ্ব চতুষ্টয় নদী শাখায় প্রায় পরিবেষ্টিত। এই জন্য নবাগত ব্যক্তিরা এই মনোহর স্থানের আশ্চর্য্য নয়ন-তৃপ্তিকর কার্য্যকলাপ দেখিয়া এই কল্পনা করিত, বিশ্ববিধাতা যেন স্বয়ং একাগ্রচিত্তে কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দেখিলেই মনোমধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত যেন প্রকৃতি-দেবী মেখলা পরিধান

করিয়া দেশের উৎপাদিকা শক্তি ও পোতাগমের সুবিধা বিধান দ্বারা বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। স্থানে স্থানে শৈলমালা হইতে নির্ঝর বারি নির্গত হইয়া গলিত রজত শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে সাগরাভিমুখে গমন করিয়া নগরবাসীদিগকে মহতের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দান করিতেছে।

এদিকে নগর মধ্যে স্থানে স্থানে তাল তমাল হিন্তাল প্রভৃতি নানাজাতীয় পাদপগণ অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়া নগরের রমণীয় শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। কোথায় নব পল্লবের আবির্ভাব, কোথায় মুকুলোদ্গম, কোথায় কুসুম বিকাশ, কোথায় বা ফলের পরিণাম রমণীয়তা। কোথায় পল্লব দল ক্রমে রূপান্তর ধারণ করিয়া জীবনের নশ্বরতা এবং সময় ও অবস্থার অচির পরিবর্ত্তনের পরিচয় দান করিতেছে। কোথায় বৃক্ষসকল নিরবধি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া জন সমাজকে এই শিক্ষা দিতেছে যে তাঁহারা স্ব স্ব সৎকর্ম্ম-রূপ সুবৃক্ষ হইতে যশোরূপ পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীকে সৌরভে পরিপূর্ণ করুন। কোথায় বা ফলবান বৃক্ষ সকল ফল ভরে অবনত হইয়া মানব সমাজকে গর্ব্ব পরিত্যাগে উপদেশ দিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হইতে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কোথায় বা সরসীসকল প্রিয় সরোজিনী ও কুমুদিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তন্মধ্যে হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ অনুপম ক্রীড়াসুখ অনুভব করিয়া বিচরণ করিতেছে।

নগরের মধ্যস্থলে আনন্দকানন নামে একটী মনোহর

পুষ্পোদ্যান ছিল। উদ্যানস্থ নানাপ্রকার পুষ্পের সৌরভে, বিহঙ্গমগণের সুতান সংমিলিত সুমধুর স্বরে, ভ্রমরের গুনগুন রবে জনগণের মনে নিত্য সুখ বিরাজ করিত। শোকার্ত্ত ব্যক্তিরাও তথায় গমন মাত্রে যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হইত। রোগী ব্যক্তিরাও তথায় গিয়া রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। চিন্তাকুল ব্যক্তির চিন্তা দূরে প্রস্থান করিত। ভাবুকগণের মনে যে কত নব নব ভাবের আবির্ভাব হইত, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাপসগণ তথায় উপনীত হইবামাত্র আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত হইতেন। কার্য্যদক্ষ শ্রমশীল ধনাভিলাষী ব্যক্তিগণ স্বানুরূপ পক্ষিগণের আহার সংগ্রহ চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া নিজ জন্ম ধন্য জ্ঞান করিত। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নিরানন্দ ব্যক্তিগণেরও মনোমালিন্য দূর হইত বলিয়া উদ্যান-নির্ম্মাতা তাহার নাম আনন্দকানন রাখিয়াছিলেন। উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হইত ঋতুরাজ বসন্ত যেন তথায় সদা বিরাজমান আছেন। বিরহি ভিন্ন আর কাহারই আনন্দকানন নামের বিপরীত ফল ভোগ হইত না। বিরহিরাই কেবল কাননকে মৃত্যু-কানন বোধ করিত। তথায় প্রবেশ মাত্র মদন শরাঘাতে তাহাদের মন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত। সুতরাং ইন্দ্রিয় ব্যাকুল, বুদ্ধি বিপথগামি ও অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। একে দুর্ব্বার মদনানল জ্বালা, তাহার উপরে কোকিল হুঙ্কার ও ভ্রমর ঝঙ্কার, পুষ্পের সৌরভ, নব পল্লবের অপরূপ শোভা, সেই অনলে আহুতি স্বরূপ হইত।

উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী অপূর্ব্ব সরোবর। তাহার চারি

পার্শ্ব প্রস্তরময় সোপান-পরম্পরায় নিবদ্ধ। তাহাতে নানা-প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। বোধ হইত যেন উহারা উচ্চ হাস্য করিয়া গগন বিহারী তারকাবলিকে ন্যাক্কার করিতেছে। তথায় নানাজাতীয় জলচর পক্ষী ও অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিত। এই সরোবরের চারি দিকে চারিটি পাষাণ-বিনির্ম্মিত বিলাস-ভবন ছিল। উহার আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সৌন্দর্য্যে উদ্যানের অধিকতর শোভা হইয়াছিল। কাননের চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর-পরিবেষ্টিত হইয়া উদ্যানকে রাজপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। উদ্যানের তোরণ-চতুষ্টয় রাজপথের পার্শ্বস্থিত। তোরণ পার হইলেই বিস্তৃত রাজপথ। ঐ পথগুলি কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ-ভূষণ প্রায় উদ্যানকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। কাননের পশ্চিম দ্বার অতিক্রম করিয়া যে রাজপথ, তাহার অপর পার্শ্বে নগরের অধিষ্ঠাতা রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান রাধাবল্লভের পুরী। দক্ষিণ দ্বার অতিক্রম করিয়া পান্থ-নিবাস, চিকিৎসালয় ও নানা প্রকার বিদ্যালয়। পূর্ব্ব দ্বারের পূর্ব্ব নানা প্রকার লোকের বাস ও বিস্তৃত বিখ্যাত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত চক। উত্তর দ্বারের উত্তর দৃঢ়কায় সমরপ্রিয় সাহসিক অস্ত্রধারী বীর পুরুষদিগের আবাস মন্দির। অরিন্দম নামে দুর্গ; এই দুর্গের উত্তর পার্শ্বে রণক্ষেত্র, তদুত্তরে রাজপুরী।

রাধাবল্লভের পুরী অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত; সিংহ দ্বার কৃষ্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত; হঠাৎ দেখিলে পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম জন্মিত। ঐ দ্বার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল এক খণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল। তাহার আলোকে সমুদায় পুরী আলোকময় হইত।

মহাবল পরাক্রান্ত, দশ সহস্র ক্ষত্রিয় নিয়ত পুরীরক্ষণে তৎপর হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক দ্বারদেশে উপস্থিত থাকিত; কিন্তু সকলেরই স্বভাব শান্ত, প্রকৃতি গভীর, সকলেরই অভ্যাগত অথিতির প্রতি সবিশেষ যত্ন ও ভক্তি ছিল। পুরী মধ্যগত নানা প্রকার পুষ্পোদ্যান ও ফলবান বৃক্ষশ্রেণী পুরীর অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। সোপানবদ্ধ একটী মনোহর সরোবর মনোহর নাম ধারণ করিয়া জল দান দ্বারা আগন্তুকদিগের পিপাসা দূর করিয়া জন সমাজকে আতিথ্য-সৎকার-রূপ মহাব্রত অবলম্বনের শিক্ষা দান করিত। রাধাবল্লভের অথবা নগরবাসিদিগের প্রাণবল্লভের মন্দির শ্বেত প্রস্তরে গঠিত। তাহার অভ্রংলিহ অত্যুচ্চ চূড়া নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত শ্রেণীকে উপহাস করিত। পুরীটী অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং অশেষবিধ শিল্প-নৈপুণ্য-সম্পন্ন। প্রথিত আছে বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে এই মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মন্দিরটী নানা প্রকার বহুমূল্য মণির আলোকে আলোকময়। উহার দ্বার মলয়কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তন্মধ্যে পাষাণময় রাধাবল্লভ রাধা সহ মণিময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহাঃ রাধাবল্লভের কি মনোহর রূপ! দেখিবা মাত্র অতি পাষণ্ডেরও মনে ভক্তি ও শান্তি রসের উদয় হইত।

রাধাবল্লভের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফটিক-নির্ম্মিত আর একটী মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরের মধ্যে দেবাদিদেব সতীশ সতী সহ রত্নময় আসনে আসীন থাকিয়া নগরের মঙ্গল বিধান করিতেন। এমন্দিরটীও ভাস্বরকান্তি নানাবিধ মণির উজ্জ্বল দীপ্তি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। অনধিক তিন শত ব্রাহ্মণ

বিগ্রহ দ্বয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্য পূজাদি সমাধান করিতেন। তথায় দুটী মঠ ও দুটী ইষ্টকালয় ছিল। নানাদিক দেশ হইতে সন্ন্যাসিগণ আসিয়া তথায় অবস্থান করিতেন। তথায় বাস করিলে হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধাদি রিপুগণ ও পাপ পিশাচ দেহকে আশ্রয় করিয়া বিকৃত করিয়া তুলিতে পারিত না। তথায় যিনি যাইতেন, তিনিই শান্ত-প্রকৃতি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেন।

সতীশের মন্দিরের অনতিদূরে প্রাচীর পরিবেষ্টিত ইষ্টকালয়চতুষ্টয় পান্থ নিবাস বলিয়া বিখ্যাত। তথায় অভ্যাগত সর্ব্বদেশীয় যাবতীয় লোক অতিথি সৎকারলাভ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইতেন। যিনি যত কাল ইচ্ছা বাস করুন, তাহার নিবারণ ছিল না। কাহারো প্রতি কোন প্রকার বিরক্তিজনক ব্যবহার করা হইত না। কেহ মহারাজের অনভিপ্রেত এই নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার গুরুদণ্ড বিধান হইত। ইহারই পূর্ব্বদিকে চিকিৎসালয়। তথায় ভৃত্যবর্গ যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা ও শাস্ত্রসম্মত সুবৈদ্যবিহিত নানাপ্রকার ঔষধ পথ্য প্রদান করিয়া রোগিদিগকে অচির কাল মধ্যে সুস্থ করিয়া তুলিত। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার্থ নানাবিধ বিদ্যালয়। শিক্ষকগণ অবিরত শিক্ষাদান পূর্ব্বক অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়া দিব্য জ্যোৎস্নাময় জ্ঞানপথে উপনীত করিতেন। শিক্ষার্থির মন ক্রমেই বিদ্যার রসাস্বাদে মগ্ন হইয়া তৎপ্রতি গাঢ়তর অনুরক্ত হইত। পরোপকার-ব্রতাবলম্বী শিক্ষকগণ অগ্রে গমন করিয়া কণ্টকময় বন্ধুর দুরারোহ তমোময় পথ সমুদায়

সুগম্য ও পরিষ্কার করিয়া নিজ মহাত্মতার পরিচয় দান করিতেন। ছাত্রগণ সকলেই বিদ্যাকাননের ফললাভের প্রয়াসে লোলুপ হইয়া স্ব স্ব লক্ষিত বৃক্ষের দিকে ধাবিত হইলে শিক্ষক মহাশয়েরা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া যথাক্রমে ফলদান করিতেন। শিক্ষার্থিগণের মধ্যে যিনি যত্নরূপ বারি সিঞ্চন করিয়া যে বৃক্ষকে জীবিত রাখিতেন, তিনিই সেই বৃক্ষের ফলভোগে সম্পূর্ণ অধিকারী হইতেন। শিক্ষকেরা বিনা পক্ষপাতে সকলকে তুল্যরূপ শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু ছাত্রেরা নিজ নিজ বুদ্ধির গতি প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে কেহ গণিত, কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ স্মৃতি, কেহ আয়ুর্ব্বেদ, কেহ শিল্পশাস্ত্ররূপ বৃক্ষ সকল মানসক্ষেত্রে রোপণ ও শ্রমরূপ সলিল সেচন করিয়া তাহার অঙ্কুর বর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিয়া ফলভোগ করিতেন। আহাঃ সে ফল কি সুমধুর! তাহার মহীয়সী শক্তিই বা কি অদ্ভুত! একবার ফলের আস্বাদ পাইলে বৃক্ষের উপরে উত্তরোত্তর স্নেহের বৃদ্ধি হইত। যত্নরূপ বারিরও কি চমৎকার মহিমা! প্রথমে যিনি যত অধিক বারি সিঞ্চন করিতেন, পরিশেষে তিনি তেমনি অল্প সিঞ্চনে অধিক ফল প্রাপ্ত হইতেন। যিনি প্রথম অল্প সিঞ্চন করিতেন, পরিশেষে তাঁহার অধিক সিঞ্চনেও আশানুরূপ ফল লাভ হইত না।

কপিলবস্তুর বাজার অতি মনোহর। তথায় জগজ্জাত সর্ব্ব প্রকার পদার্থই আনীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হইত। যে চকে নিত্য বাজার বসিত, তাহার চারিধার স্তম্ভ বেষ্টনে পরিবেষ্টিত। চকটি দেখিতে অতি সুন্দর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইত,

দৃষ্টিকে সে দিক হইতে ফিরান ভার হইত। এরূপ মনোহর চক ভারতবর্ষে অতি বিরল। চকের চতুস্পার্শ্বে নানাপ্রকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহাজনদিগের নিবাস। তাঁহাদের প্রাসাদ সকলের ধবলাকার অতি উন্নত চূড়াসকল নগরের ধ্বজারূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নগর-দর্শন-প্রিয় পথভ্রান্ত পথিকদিগকে আহ্বান করিত। প্রাসাদ সকল কেবল যে বাহ্য সৌন্দর্য্যশালী, তাহা নহে, তাহারা মণি মুক্তাদি নানা প্রকার বহু মূল্য রত্ন স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা পরিপূরিত ছিল। ঐ সমস্ত প্রাসাদস্বামীর এত ঐশ্বর্য্য ছিল যে তাঁহারা ধনেশের সমকক্ষ হইয়া ধনেশ এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কপিল বস্তুর দুর্গ অতি বৃহৎ। দুর্গের প্রাচীর সকল দুর্ভেদ্য প্রশস্ত ও দুর্লঙ্ঘ্য। গড়ের দ্বারচতুষ্টয় কৃতান্ত-সদনের তোরণ তুল্য বলিয়া বোধ হইত। অশ্বের হেষারব, হস্তির বৃংহিত, বীর-গণের সিংহনাদ ও অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ শুনিলে বিদেশীয় সাহসী ব্যক্তিরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কপিল বস্তুর উপরিভাগে যেমন প্রাসাদ হাট বাজার ও জনগণের বাস স্থান দেদীপ্যমান ছিল, পৃথিবীগর্ভেও ঐ সকল অবিকল সেইরূপ ছিল। তৎ-স্থান জয় করা দূরে থাকুক, শত্রুদিগের তথায় প্রবেশ শক্তিও ছিল না। এই নিমিত্ত দুর্গপ্রণেতা তাহার অরিন্দম নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুর্গটী ভারতবর্ষের তদানীন্তন দুর্গ সমুদ-য়ের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ও ত্রিংশৎসহস্রবীরের বিহারস্থল ছিল।

ইহারই উত্তরে প্রায় পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত রণক্ষেত্র। নব শ্যামল তৃণ শোভায় উহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ক্ষেত্র-মধ্যগত একটী বিস্তৃত পরিষ্কৃত রাজপথ সীমন্তিনীর

সীমন্তের ন্যায় ক্ষেত্রটীকে সমভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রের উত্তর ভাগেই রাজভবন। পুরীটী সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিবিভাগই প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রবেশের একটী মাত্র দ্বার ছিল। দ্বারটী প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহা রণদক্ষ দশ সহস্র সাহসিক যোধ পুরুষ দ্বারা সুরক্ষিত হইত। তথায় বিনা অনুমতিতে কাহারই প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। কেবল সেনাপতি ও অমাত্যগণ ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। রাজার সমস্ত প্রাসাদই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। তথাকার শোভা সন্দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রের মন একেবারে বিমোহিত হইয়া যাইত এবং দর্শকগণ মনে মনে নির্ম্মাণকর্ত্তাকে অশেষ প্রকার ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে শাক্যবংশোদ্ভব রাজগণ এই পুরীর অধিস্বামী হইয়া রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক সময়ে প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষই এই বংশের পদাবনত হইয়াছিল। কিন্তু কাল ক্রমে তাঁহাদের বাহুবল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কেবল মাত্র কপিলবস্তু রাজ্যে তাঁহাদের প্রভুশক্তি অপ্রতিহত ভাবে বিরাজমান ছিল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশে এক জন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রজাগণের অশেষ সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া রাজনামের যথার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত সৎস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ রাজা তৎকালে পৃথিবীতে অল্প ছিলেন। গুণী ব্যক্তির সমাদর, বিদ্বান ব্যক্তির উৎসাহ দান ও দয়াদাক্ষিণ্য

প্রভৃতি অশেষ সদ্গুণ একাধারে থাকিতে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু ঐ গুণগুলি মিত্র ভাবে মহারাজে বাস করিত। তিনি মহারাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শাক্যসিংহ ও কেহ কেহ গৌতমও বলিয়া থাকে। রাজকুমারের জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুরবাসিগণ অতিশয় উল্লাসিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজকুমার জন্মিয়াছেন শুনিয়া নগর মহোৎসবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজপথে স্থানে স্থানে মুকুল পল্লব শোভিত তোরণ নির্ম্মিত হইল। তাহার উভয় পার্শ্বে রোপিত কদলী-বৃক্ষ মূলে পল্লবাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভসকল পথের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। পথের উভয় পার্শ্বস্থিত অট্টালিকাসকল অশেষবিধ সুসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্শকদিগের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে আবার পিক-বিনিন্দিত-কণ্ঠস্বর-সম্পন্না বারনারীদিগের সুতান সংমিলিত কণ্ঠধ্বনি মৃদু বায়ু ভরে সঞ্চালিত হইয়া শ্রোতাদিগের কর্ণে অমৃত বরিষণ করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে অনেকেই স্পন্দহীন চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বিস্তর যত্নেও সংজ্ঞা লাভ করিতেছেন না।

দুর্গমধ্যে মহাকায় বীরপুরুষগণ মহোৎসবে মত্ত হইয়া অরিকুল সংহারক ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু কেহই আত্মবিস্মরণ কি মোহোন্মত্ত হয় নাই, সকলেই সচকিত সতর্ক এবং স্বকর্ম্মব্যস্ত; অতি সাবধান হইয়া নিয়মিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাহারা দুর্লভ যশোলাভ করিতেছে।

রাজভবন মহোৎসবে পরিপূর্ণ; কোথায় বা পুষ্পময় গৃহ মধ্যে রাগিণীবিশারদ গায়কদিগের গগনস্পর্শী স্বর মন্দ মলয় পবন ভরে শ্রোতাদিগকে নানাপ্রকার আনন্দ দান করিতেছে; কোথায় বা আঁয়তলোচনা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা নর্ত্তকীদিগের নূপুরোৎপাদিত রুনু ঝুনু শব্দ শ্রোতাদিগের কর্ণ শীতল করিতেছে; কোথায় বা কামধনুঃপ্রায় ভ্রূ যুগ্ম শালিনী বার-নারীগণ নিরবধি কটাক্ষ শর ক্ষেপণে দর্শকদিগের মনোমৃগ আহত করিতেছে; কোথায় বা অশেষবিধ শিল্পচাতুর্য্যের আকর স্বরূপ পল্লবনির্ম্মিত গৃহ নানারূপ মনোহর অবয়ব ধারণ করিয়া নট নটী গায়ক গায়িকাদিগের বিহার স্থল হইয়া দর্শকগণের অতুল আনন্দ বিধান করিতেছে; কোথায় বা পট বিনির্ম্মিত গৃহসকল ও তৎসন্নিহিত কল্পিত বৃক্ষশ্রেণী দর্শনকারীদিগের চিত্তহরণ করিয়া প্রণেতার কারুকার্য্যের পরিচয় দান করিতেছে; স্থানে স্থানে নানাপ্রকার বাদ্যকরদিগের যন্ত্র ধ্বনিতে সকলেরই শ্রবণশক্তি বিহ্বল হইতেছে।

মহারাজ পুত্রের মঙ্গল জন্য রাধাবল্লভের নানাপ্রকার সেবাযোগ্য উপহার প্রেরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছানুরূপ দান গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে " মহারাজের জয় হউক বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজালয় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। দীনভাবাক্রান্ত ভিক্ষুকগণ অভিলষিত অর্থ লাভ করিয়া মহারাজের জয়ধ্বনি করিতেছে। অন্ধ বধির এবং হস্তপদহীন জনগণ প্রচুর পরিমাণে এত অর্থ লাভ করিল যে তাহাদের অন্ধত্বাদি নিবন্ধন কষ্ট অনুভব হইল না। নৃপাজ্ঞানুসারে বন্দীগণ কারামুক্ত হইয়া অপার আনন্দ

প্রাপ্ত হইল। নগর উৎসবময় হইল। আনন্দলহরী তথায় বিরাজ করিতে লাগিল।

নগরের রমণীগণ রাজকুমার জন্মিয়াছে শুনিয়া মদবিহ্বলা হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দলে দলে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাণীর সহচরীগণ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নাগরীগণ কুমারকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং জয় জীব ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এরূপ মহোৎসব পক্ষান্ত পর্য্যন্ত নগরে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান থাকিবে মহারাজের এইরূপ আদেশ হইলে পর সকলেই মনের কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হায়! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলা? বিধিকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে কাহারই সাধ্য নাই। এরূপ মহোৎসবের সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তাঁহাদের আনন্দলহরী দুঃখরূপ বিপরীত স্রোত প্রতিঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল! রাজভবন শোকময় কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাণী হঠাৎ সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া ভিষকগণের নানাপ্রকার চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। সহচরীগণের ক্রন্দন কোলাহলে নগর পূর্ণ হইল। মহারাজ প্রেয়সীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ছিন্ন তরুর ন্যায় "হা প্রেয়সি," বলিয়া ভূতলে পতিত ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। মুহূর্ত্ত পরে বিস্তর যত্নে সংজ্ঞা লাভ হইলে ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে আবার হাঃ প্রণয়িনি আয়তলোচনে প্রাণেশ্বরি, প্রিয়ম্বদে সুচারুস্বভাবে মম জীবিতপ্রদায়িনি মনোমন্দিরাধিষ্ঠাত্রি

অশেষরূপলাবণ্যসম্পন্নে বিবিধ সুখপ্রদে পুরজনহিতকারিণি! বিবিধসুমন্ত্রপ্রদে প্রাণেশ্বরি! একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। তুমিই আমার প্রজ্বলিত দীপপ্রায় ছিলে। তোমা বিনা জগৎ অন্ধকার এবং পৃথিবী শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। হায়! তুমিই রাজ-নিয়মপ্রদায়িনীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রকৃষ্টপদ্ধতি ক্রমে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিলে। এক্ষণে তোমা বিনা রাজ্যেরই বা কি দশা ঘটিবে! এই বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। অনুচরবর্গ বিস্তর চেষ্টায় সংজ্ঞা দান করিল বটে; কিন্তু দুই দিবস দুই রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তৃতীয় দিবস অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। অপত্যস্নেহ প্রবল হইয়া শোককে অনেক মন্দীভূত করিল।

তিনি তখন ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই মনোহর বিলাসমন্দির দেখিতে পাইলেন। মন্দিরটী রঞ্জিত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত, অশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত স্থল। মন্দির মধ্যে বিচিত্র গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি দ্বিরদ-রদ বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা সুসজ্জিত রহিয়াছে। নৃপবর তৎসমুদয় সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে সচেতন বোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাসাদ শ্রেষ্ঠ! তব অধিষ্ঠাত্রীদেবী অশেষ রূপলাবণ্য বুদ্ধি বিদ্যা ও সৎ নিয়মের আকর আমার সেই প্রেয়সী কোথায়? শয্যা আমার সেই প্রিয়ংবদা জীবন-সর্ব্বস্ব প্রেয়সী কোথায় গিয়াছে বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ভাল সহচরীগণ! আমার জীবিতেশ্বরী কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? বিধুমুখি!

তুই না প্রেয়সীর প্রাণ-সমা সখী ছিলি ? তোকে না প্রাণেশ্বরী সহোদরাধিক ভাল বাসিত ? যাইবার সময় তোকেও কি একটী কথা বলিয়া যান নাই ? শীঘ্র প্রিয়াকে দেখাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। মহারাজ শোকাকুল চিত্তে এরূপ নিষ্ফল প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময়ে নবকুমারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। তিনি রে মাতৃহীন! তোর উপায় কি হইবে বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া প্রেয়সীর সহোদরা মহারাজ স্থপ্রবুদ্ধের দ্বিতীয় কন্যাকে (যাঁহাকে রাণীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন) আহ্বান করিয়া বলিলেন, এ হতভাগ্য বালক মাতৃহীন হইয়াছে, এক্ষণে ইহার উপায় কি হইবে ? নবীনা ফণি-বিনিন্দিত-বেণী, পদ্মনেত্রা পদ্মাস্যা, বিম্বাধরা, কম্বুগ্রীবা, ক্ষীণ-কটি, বরারোহা, মিষ্ট-ভাষিণী, অশেষ শিল্প-নিপুণা, বিদ্যাবতী, ভগিনীশোকে মলিনা, শোক-বিহ্বলা হইয়া ক্ষণকাল রোদন করিয়া গভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার যদি কোন অনুগৃহীতা দাসী থাকে, তবে ইহারও জননী আছে, আপনি ইহাকে বৃথা মাতৃহীন সম্বোধন করিবেন না। এ দুই দিন ইহাকে যে প্রতি-পালন করিয়াছে,নিশ্চয়ই জানিবেন, এখনও সেই প্রতিপালন করিবে। এখন সুস্থির হউন, সন্তানের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি শান্ত না হইলে প্রজাগণ ব্যাকুল, কার্য্য-কারকগণ অলস ও স্বার্থপর হইতে পারে। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া রাজদ্রোহী শত্রুগণ এই অবসরে নিজ নিজ অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিয়া লইতে পারে। মহারাজ! অরাজক রাজ্য, তমোময়

আকাশ, পতিহীনা নারী, বিদ্যাহীন জীবন এ চতুষ্টয়ে বিপদ না ঘটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, জ্ঞানী লোকেরা বিপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার প্রতি-বিধান, সম্পদকালে ক্ষমাশীল হইয়া লোকসমাজে নিজ সদাশ-য়তার পরিচয় দান, সভাতে বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক সকলের মনোহরণ, এবং যুদ্ধে বৈরনির্যাতন পূর্ব্বক নিজ কীর্ত্তি স্থাপন করেন। মহারাজ! এ দাসীর কথায় অবজ্ঞা করিবেন না, এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্যাকুল প্রজাপুঞ্জকে সুস্থির চিত্তে পুত্রসম প্রতিপালন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তৎপর হউন। আপনার ব্যাকুলতায় সমুদায় রাজ্যই একরূপ অরাজক হইয়াছে।

মহারাজ তাঁহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; ভদ্রে! আমি তোমার কথায় পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আজি হইতে জানিলাম পদ্মরাগমণির আকরে কাচের উদ্ভব কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার এই বোধ হই-তেছে যে এই বালকের জীবন রক্ষার জন্যই ভূমণ্ডলে তোমার জন্ম হইয়াছে; তুমি স্বর্গাধিষ্ঠিত কোন দেববনিতা, পরো-পকার ব্রতাবলম্বন করিয়াই মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, আমি এক্ষণে এই মাতৃহীন শিশুকে তোমার হস্তে সম-র্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়া জগৎ নিজ যশঃসৌরভে পরিপূর্ণ কর।

মহারাজ এই বলিয়া কুমারকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করি-লেন। নূতন রাণী পরম যত্নে সন্তান রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কুমার ক্রমে অর্দ্ধস্ফুট কথা কহিতে শিখিলেন, তখন তিনি পুরবাসিদিগের কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠিপ্রায় বিরাজ করিয়া সময়ে সময়ে অমিয়জড়িত আধ আধ কথা কহিয়া সকলের কর্ণ অমৃতাভিষিক্ত করিলেন। সহচরীরা সকলে মিলিয়া নবকুমারকে লইয়া অশেষবিধ কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিতেন। কুমার অতি অল্পকাল মধ্যেই পরম মনোহর রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ভ্রূ ও ললাট, বিশাল আয়ত লোচন, খগরাজবিনিন্দিত উন্নত নাসিকা, হাস্যপূর্ণ মুখ, বিম্বৌষ্ঠ, স্থূল গণ্ড, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষঃ, মৃগেন্দ্র সমমধ্য, রামরম্ভাবিনিন্দিত উরু ইত্যাদি রাজচিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল।

কুমার ক্রমে অন্দরের বাহির হইলেন। কুমার বাহিরে আসিয়াছে শুনিয়া নগরবাসিগণ নানা প্রকার উপঢৌকন সহ রাজকুমার দর্শন প্রয়াসে রাজভবনাভিমুখে ধাবিত হইল। কেহ কেহ কৌস্তুভ, পদ্মরাগ, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, ইত্যাদি মণি সংযোজিত বহুমূল্য রত্ন হার, কেহ বা নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার, কেহ বা অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র, কেহ বা অশেষ কারুকার্য্য-সম্পন্ন নানাবিধ পুষ্পসজ্জা, কেহ বা সুমধুর ফল, কেহ বা বহু স্বর্ণ রজত মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিল। রাজকুমার কেবল সুস্বাদু ফল গ্রহণ করিলেন। বহুমূল্য রত্নাদি কি কারুকার্য্য-সম্পন্ন পুষ্পালঙ্কার স্পর্শও করিলেন না। নগরবাসিরা কুমার দর্শন করিয়া পরম সন্তোষে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইল। গৃহসকল বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ক্রমে তিন দিবস পর্য্যন্ত গান বাদ্য ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদে প্রমত্ত রহিল।

তাহার পর সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

এদিকে রাজকুমারও নাগরিক সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত নানা প্রকার খেলায় প্রমত্ত থাকিয়া নির্ব্বিকার নির্ম্মল পরম পবিত্র বাল্যকালোচিত পরমানন্দে সখাসঙ্গে মিলিত হইয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজকুমারের বয়স এক্ষণে পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করিল; তিনি বলশালিতার তেজস্বিতার ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। একদা মহারাজ অমাত্য বন্ধু বান্ধব পুরোহিত মন্ত্রী ও পণ্ডিতবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্যমনে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমার দক্ষিণ হস্তে একটী সিংহশিশু এবং বাম হস্তে একটী করভ ধরিয়া পরমাহ্লাদে সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহা অবলোকন করিয়া সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কুমার করী ও মৃগেন্দ্র শাবক উভয়কে সভা মধ্যে ছাড়িয়া দিলে অনেক পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষ তাহার একটীকেও ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া কুমার অট্ট হাস্য আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল এরূপ কৌতুক করিয়া রাজকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজ এ সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রাজকুমার এত অল্প বয়সেই যেরূপ বিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন, উপযুক্ত সময়ে যদি অনুরূপ সদুপদেশ না পান এবং অসৎ সংসর্গ হয়, তাহা হইলে

ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ইহাকে শীঘ্রই বিদ্যা-মন্দিরে প্রেরণ করা আবশ্যক। অনন্তর মন্ত্রিবরকে বলিলেন ; মন্ত্রিবর ! রাজকুমারদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে একটী স্বতন্ত্র গৃহ আছে, অবিলম্বে তাহার সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন করুন। পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য ! অবিলম্বে কুমারের বিদ্যারম্ভ করাইতে হইবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটী শুভ দিন নির্ণয় করুন। রাজাজ্ঞানুসারে এ সকল কার্য্য অতি সত্বর সুসম্পন্ন হইল। শুভদিনে ও শুভক্ষণে পুত্রের বিদ্যারম্ভ হইলে পর রাজা কুমারকে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং নানা বৃত্তি বিধান করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। কুমার শুভক্ষণে গুরু-পদে প্রণত হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজকুমারের বর্ণপরিচয় হইলে তিনি বিদ্যামন্দিরে প্রবে-শের পন্থা ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পথটী প্রথম অতি দুরারোহ ও বন্ধুর বোধ হওয়ায় গমন নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু শ্রম ও যত্ন নামে দুই মহাবল পরা-ক্রান্ত বীরপুরুষ তাঁহাকে অচিরেই সে কণ্টকময় পথ অতি-ক্রম করিয়া মনোহর বিদ্যা-নগর দেখাইয়া দিল। পৃথিবীতে এ বীর পুরুষদ্বয়ের অসাধ্য কিছুই নাই ; তাঁহাদের সহায়তায় মানবগণ অচিরেই নিজ মনোরথ সাধন করিতে পারেন। রাজকুমারও তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তিনি বিদ্যা-নগরে প্রবেশ মাত্রই সম্মুখে দুটী মনোহর উপ-বন দর্শন করিয়া প্রথম কোন বনে প্রবেশ করিবেন মনে মনে

এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভ্রম নামে একটা দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গমনের নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল ;কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বীরদ্বয় রাজকুমারের হস্তে জ্ঞান নামে মহা অসি প্রদান করিলে তিনি তাহার আঘাতে পিশাচকে বিনাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যানের শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার মন একবারে বিমোহিত হইল। তথায় ফল-পল্লব-পরিশোভিত বৃক্ষশ্রেণী আগন্তুকদিগকে যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া ফল প্রদান করিতেছে ; পৃথিবীর যাবতীয় লোকই সেই বনেরি ফললাভ-প্রয়াসে একবার তদভিমুখে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই পথ-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজকুমার এসকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিছুকাল সেই উদ্যানেই রহিলেন।

কুমার উদ্যানে প্রবেশমাত্রই সম্মুখে এক অতি বৃহৎ বৃক্ষ দর্শন করিলেন। তাহার চিত্তবিনোদিনী শোভা দর্শন করিলে, তন্মূল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে কাহারই ইচ্ছা হয় না। তাহার চতুর্দ্দিকের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা পত্র একটীও ভগ্ন কি ক্ষত নয়, এবং নিত্য নবপল্লব মুকুল পরিশোভিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাজকুমার সমভিব্যাহারী পরোপকারব্রতাবলম্বী শিক্ষক মহাশয়কে বৃক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক মহাশয় ইহার নাম সাহিত্য বৃক্ষ বলিয়া ইহার যাবতীয় গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুকৃত পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই কুমারের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত হইল, তিনি দেখিলেন ইহার কাব্য নামে অতি বৃহৎ শাখা, বাগানের

অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই শাখার ছায়াই যাবতীয় তরুণবয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগের বিশ্রামস্থল। শাখাটী অলঙ্কার নামে কতগুলি লতায় জড়িত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সুকুমার কবিগণ ঐ লতা হইতে পদ্য ও গদ্য নামে দুই প্রকার পুষ্প আহরণ করিয়া নানা প্রকার পুষ্পা-লঙ্কারে বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনা ও বিদ্যাকে বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন। দেবী তাঁহাদের সেই সকল উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া ভুবনমোহিনীরূপে দর্শকদিগের নানা প্রকারে চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। রাজকুমারও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল বিদ্যাদেবীর পূজা করিয়া সাহিত্য বৃক্ষ সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক স্মৃতি বৃক্ষ মূলে গমন করিলেন।

এ বৃক্ষটী স্বভাবত স্থূল। বনমধ্যে ইহার পর্য্যবেক্ষণই কিঞ্চিৎ সহজ ব্যাপার। গাছটী দেখিতে বিশেষ সুন্দর নহে, আর লোকের চিত্ত সম্পূর্ণ হরণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বদা প্রয়ো জনীয় বলিয়া অনেক মহানুভবই ইহার সেবায় তৎপর হইয়া কালযাপন করিতেছেন। রাজকুমার ক্ষণমাত্র ঐ বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান থাকিয়াই ইহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য সুন্দররূপ সম্পন্ন করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে ও মহাবল পরাক্রান্ত যত্ন ও শ্রম বীরদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া ন্যায়-বৃক্ষ-মূলে উত্তীর্ণ হইলেন।

ঐ বৃক্ষটী অতি মনোহর, শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে সম বিস্তৃত, পত্রসকল স্বভাবতঃ নির্ম্মল প্রভাবিশিষ্ট, পুষ্পদল দেখিতে তেমন সুন্দর নয়; কিন্তু গন্ধ অতি মিষ্ট, বিস্তর যত্ন করিলে কিছু কিছু পাওয়া যায়। ফলসকল অতি রসাল বটে কিন্তু বর্ণচোরা, অর্থাৎ কাঁচা পাকা এক বর্ণ বলিয়া অনেকেই

সুস্বাদু সুরসাল সুপক্ক ফল চিনিতে না পারিয়া ভ্রমরূপ পিশাচের বশবর্ত্তী হইয়া রসনার অপ্রিয় অস্বাস্থ্যকর কটু কাঁচা ফল পাড়িতে উদ্যত হন; কিন্তু ফলের বন্ধন অতি দৃঢ় বলিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরাঙমুখ হন; এবং তাহাদের যাবজ্জীবনোপার্জ্জিত যত্ন-কৃত গর্ব্ব বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তাঁহারা একরূপ মৃতপ্রায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। রাজকুমার এ সকল পরিদর্শন করিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু নিজ বুদ্ধি কৌশলে, শ্রম ও যত্ন শক্তিধর বীর দ্বয়ের প্রযত্নে এবং গুরুমহাশয়ের উপদেশে ভ্রমের মস্তক, পথি-মধ্যেই চূর্ণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে ন্যায়বৃক্ষ ইচ্ছানুরূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে শিক্ষকমহাশয় বলিলেন, কুমার! একটী আশ্চর্য্য দেখ, দর্শন নামে যে ছয়টী বৃহৎ বৃক্ষ আছে এ বৃক্ষটী তাহারই অন্যতর। এই কথা বলিয়া তিনি উহার যাবতীয় গুণ ব্যাখ্যা করিলে রাজকুমার পূর্ব্বোক্তসঙ্গিগণ সঙ্গে করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন।

এ গাছটী নামে যেরূপ কাজে ও সেই রূপ। এ গাছটী বনের অন্যান্য গাছ হইতে অপেক্ষাকৃত নূতন ও মহাসার বিশিষ্ট; দেখিতেও সাহিত্য তরু ভিন্ন অপঁরাপর যাবতীয় তরু হইতেই সুন্দর। ইহাতে শাখা অধিক নাই, যাহা আছে তাহাও অতি সুগঠিত, সুরচিত, সুদৃশ্য এবং বিবিধ আনন্দপ্রদ। ইহার একটী পত্রও ক্ষত নয় এবং নয়নের তৃপ্তিকর উজ্জ্বল দ্যুতি বিশিষ্ট। পুষ্প সকলের গন্ধ অতি আদরণীয় এবং দেখিতেও বিলক্ষণ সুন্দর। ফল সকল স্বভাবতই অতি মিষ্ট।

রাজকুমার পূর্ব্বোক্ত সঙ্গিদিগের সহায়তাবলে দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বৃক্ষ দর্শন করিয়া অবশেষে মহাবৃক্ষ গণিত মূলে উপস্থিত হইলেন।

এ বৃক্ষটী অতি সারবান এবং বনের যাবতীয় বৃক্ষ অপেক্ষা স্থূল, উচ্চ, প্রবীণ ও প্রাচীন। ইহার জ্যোতিষ ইত্যাদি শাখাই প্রায় উদ্যানের অধিকাংশ বৃক্ষ হইতে স্থূল ও বিস্তৃত। ইহার পত্র সকল এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে একান্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক স্থির দৃষ্টি না করিলে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি এক বার সে সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনি চিরকাল স্থির নয়নে তাহারই অলৌকিক সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইহার ফুল দল দেখিতে অতি মনোহর, গন্ধও অতি মিষ্ট ; সে গন্ধ জগতের সমুদয় স্থানেই সমসঞ্চালিত হইতেছে। ইহার ফল কাননের যাবতীয় ফল অপেক্ষা বড় সুস্বাদু, স্বাস্থ্যজনক, রসনার তৃপ্তিকর এবং দেখিতে অতি রমণীয়। যাবতীয় অধিকবয়স্ক চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বৃক্ষ মূলে অবস্থিতি পূর্ব্বক গণিত পুষ্প চয়ন করিয়া হার গ্রন্থন করত বিদ্যাদেবীর যথা বিহিত অর্চ্চনা করিতেছেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে দেবীর সন্তোষ সাধন করিয়া দুটী একটী ফল গ্রহণ করিয়া থাকেন এই মাত্র; অধিকাংশ লোকই তাহার ফল গ্রহণে পরাঙমুখ হন। রাজকুমার ধৈর্য্য, স্থির-প্রতিজ্ঞা, শ্রদ্ধা, যত্ন ও শ্রম এই পাঁচ জন অনুচরের বলে এবং অধ্যাপকের উপদেশে গণিত বৃক্ষ সুচারু রূপে দর্শন করিয়া উদ্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কুমার উদ্যান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমনসময়ে

দেখিলেন, বিদ্যাদেবী ভূতলস্থ যাবতীয় কবি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে তথায় মনোহরপুরী প্রদান করিয়া বিদ্যানগর স্থাপন করিয়াছেন। নগরের শোভা অতি মনোহর। যিনি এক বার তৎস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার কোন ক্রমেই সে স্থান পরিত্যাগ বাসনা জন্মে না। রাজকুমার এ উদ্যানের দর্শন কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে বাম পার্শ্বস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

এ কাননে পূর্ব্বোক্ত কাননের ন্যায় সারবান বিস্তীর্ণ শাখা প্রশাখাদি সম্পন্ন সুখময় সুগন্ধ পুষ্পময়, সুস্বাদু সুরসাল স্বাস্থ্যকর ফলবান একটী বৃক্ষও নাই। সমুদায় বৃক্ষই হীনসার, গন্ধহীন বা অত্যল্প-সৌরভ-বিশিষ্টপুষ্পশোভিত এবং ক্ষত ও ভগ্নাবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখাদি-সম্পন্ন বটে, কিন্তু উদ্যানটী মনোহর শোভা ধারণ করিয়া যাত্রিকদিগের নানা প্রকার সুখবৃদ্ধি ও মনঃস্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া থাকে। তাহার শোভা দর্শন-লোলুপ হইয়া অনেকেই তথায় গমন করিয়া থাকেন। রাজকুমারও সর্ব্ববরপ্রদ যত্ন ও শ্রম বীরদ্বয় সঙ্গে করিয়া তৎকাননে প্রবেশ করিলেন।

কুমার কাননে প্রবেশ মাত্রই সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ শ্রেণী দেখিতে পাইলেন। ইহাদের রূপ অতি মনোহর, জগতস্থ সর্ব্বপ্রকারের লোকই ইহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া থাকেন। এ সকল পাদপ শ্রেণী উত্তম রূপ ফলপ্রদ নহে; পুষ্পসকল সৌরভবিহীন হইলেও অশেষ শোভার আকর। কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের পুষ্প চয়ন করিয়া বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনায় তৎপর আছেন; কিন্তু তাঁহারা যত দূর

শ্রমশীল কার্য্যকালে সেরূপ সুস্বাদু ফল গ্রহণ করিতে পারেন না। রাজকুমারও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া কতিপয় দিবস ফলপুষ্পোপশোভিত মনোহর শিল্পবৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিয়া নানা প্রকার রমণীয় হার গ্রন্থন করত বিদ্যাদেবীকে উপ-হার প্রদান করিলেন। এরূপে ক্রমে উপবনস্থ যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে জগজ্জন বিখ্যাত শস্ত্রবৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইলেন।

এ তরুটী বিলক্ষণ স্থূল, কিন্তু ততদূর সারবান কি শোভাকর নহে; তথাপি নানা দেশীয় লোকই এ বৃক্ষের পরিচর্য্যায় তৎ-পর আছেন। দিগ্দেশাগত বীর-চিহ্ন-পূর্ণ-মুখশ্রী অসীম সাহ-সের আকর যুবা পুরুষগণ তাহার মুকুল সংগ্রহ করিয়া বিদ্যা-দেবীর চরণে অঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদে সেই বৃক্ষের ফল গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহসী যুবা বীরপুরুষগণ ভিন্ন বালক কি বৃদ্ধদশাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের তথায় প্রবেশ অধিকার নাই। তথায় গমন মাত্রই ভয় নামে বৃক্ষমূলস্থ একটা রাক্ষস তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য তৎপথ হইতে পলায়ন করেন।

রাজকুমারের তথায় প্রবেশ কালে ঐ রাক্ষসটা এক বার তাঁহাকেও বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সহচর সাহস অচিরেই নিশাচরের প্রাণ সংহার করিয়া কুমারকে নির্ব্বিঘ্নে শস্ত্রবৃক্ষমূলে আনয়ন করিলেন। তিনি নিজ সহচর সাহস, যত্ন, ও শ্রমের সহায়তায় অনতিবি-লম্বেই তত্রস্থ যাবতীয় ভ্রমণকারীকে পশ্চাৎ করিয়া বিস্তর পুষ্প চয়ন করত বিদ্যাদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বদর্শিত শাস্ত্রকাননের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ কবিদিগের আবাস স্থল, সেইরূপ এই সশিল্প শস্ত্র কাননের চতুষ্পার্শ্বে যাবতীয় শিল্পকার ও মহাকায় বীরপুরুষদিগের নিবাস। রাজকুমার এ সমুদায় অবলোকন করিয়া বিদ্যাদেবীর চরণ দর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহানুভব শিক্ষক মহাশয় নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কুমারের বিদ্যানগর দেখা শেষ হইয়াছে, এই নিবেদন করিলেন। মহারাজ বহুসংখ্যক পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া পুত্রের পরীক্ষা করিলেন। কুমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন শুনিয়া মহারাজ অপার আনন্দরসাভিষিক্ত হইয়া নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ ও উৎসবে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শিক্ষক মহাশয় রাজদত্ত বিবিধ পুরস্কার গ্রহণ করিয়া নৃপসন্নিধানে কুমারকে প্রত্যর্পণ করিলেন। কুমারও প্রণাম পূর্ব্বক গুরু সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাণী পুরবাসিনী সহচরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কুমার-সম্পর্কে নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কুমারকে আগত দেখিয়া সাদরে অঙ্কে স্থাপন করিলেন। কুমার মাতৃচরণে প্রণত হইয়া অঙ্কারোহণ করিলে, রাণী নানাপ্রকার মাঙ্গলিক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অশেষবিধ সুস্বাদু ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। কুমার তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মাতৃসমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতৃসমা ধাত্রী বিধুমুখীকে নানা প্রকার মধুর সম্ভাষণ করিয়া বিশ্রামার্থ নিজ ভবনে গমন করিলেন। তথায় পণ্ডিত ও কবিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রের

আলোচনায়ও কাব্যরসের আস্বাদনে পরম কুতূহলে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কুমার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া কতিপয় দিবস তরুণ-বয়স্ক সুশিক্ষিত পারিষদবর্গ-পরিবৃত থাকিয়া পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কুমারের সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ বেষ্টিত অমর-সভা প্রায় বোধ হইত। তাঁহার প্রাসাদ ভারতবর্ষের যাবতীয় কবিগণের আরামস্থল ছিল। রাজভবন এইরূপ মহোল্লাস-পূর্ণ আছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝঞ্জাবাত প্রবাহিত হইয়া সে আনন্দকানন বাত্যাহত কদলীকানন প্রায় সম্পূর্ণ ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

একদা রাজকুমার নিজ বিশ্রাম-গৃহের পার্শ্বস্থ উপবনের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে কি এক ভাবের উদয় হইল। তিনি অতি সত্বরে তথা হইতে বিশ্রাম গৃহের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া পার্শ্বচর দ্বারা দ্বার-পালকে আহ্বান করিলেন। দ্বারপাল অবিলম্বে কুমার সন্নি-ধানে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি প্রণাম করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। কুমার তাহাকে কহিলেন, প্রতিহারি! জনসমাজ তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভূরিতর প্রশংসা করিয়া থাকে। তোমার সতর্কতা ও কার্য্যদক্ষতা-গুণে পুরবাসিগণ সদাই সুখে কালযাপন করিতেছেন। তোমার কার্য্যে আমিও পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি

আর একটী কর্ম্ম করিয়া আমার পরমোপকারি-শ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হও। দ্বারী কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, রাজ-কুমার! নিজ বেতনভোগী দাসের প্রতি আজ্ঞা করুন; এ দাস প্রাণান্তেও আপনার অনুজ্ঞাপালনে পরাঙমুখ হইবে না। এ শরীর আপনার অন্নে পালিত। আপনার কার্য্যে যদি ইহার নাশ হয়, তাহাতেও আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি প্রতিপালন করিব। রাজকুমার বলিলেন দ্বারপাল! তোমার কথাতেই আমার শ্রবণ অমৃত-স্পর্শ করিল, এবং তোমাকেও প্রভুভক্তির চির দৃষ্টান্তস্থল করিয়া রাখিল। আমার অধিক কিছুই বক্তব্য নাই, তোমাকে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, আমার আদেশ ভিন্ন কাহাকে এ বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিতে দিবে না; দেখিও যেন কোন ক্রমেই কেহ এখানে আসিতে না পায়। প্রতিহারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ভাবিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল।

রাজকুমার প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া পার্শ্বচরদিগকে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মানসভৃঙ্গ বিজ্ঞানসরসীজাত চিন্তাসরোরুহে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি বনপাদপশ্রেণীর গাঢ় পরিচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনন্যমনে এক বৃক্ষ-পানেই নিয়ত চাহিয়া রহিলেন; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দেন না। মহারাজ ও মন্ত্রিবর্গ কুমারের এই শোচনীয় ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াই

নানারূপ বৃথা কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন এবং এটী একটী পীড়া মনে করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। ভিষক্‌গণও তাঁহার কি রোগ হইয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং অচিরেই অকৃতকার্য্য হইয়া পরাঙ্মুখ হইলেন। পরে নানা প্রকার দৈবক্রিয়া আরম্ভ হইল তাহাতেও কিছুই প্রতিকার হইল না। এ ব্যাধি চিকিৎসার অসাধ্য, চিন্তা-রোগ বলিয়া নির্ণীত হইল। তখন রাজসভাসদ্গণ তাহারই প্রতিবিধান চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

একদা নিশীথ কালে মহারাজ নিজ বিলাস-ভবনে প্রবেশ করিয়া মনোহর দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত খট্টাঙ্গোপরি বিচিত্র মখমল শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন, এমন সময়ে সেই বিলাসভবনস্থ নানাবিধ প্রস্তরের আলোকে ও প্রসারিত গবাক্ষ দিয়া গৃহমধ্য পতিত চন্দ্রালোকে বিলাসসুখের সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। পতিভক্তিপরায়ণা রমণী পদসেবাদি সমাপন করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সখীগণ কেহ চামর ব্যজন, কেহ বিলাসযোগ্য তাম্বূল, কেহ বা সুমিষ্ট পয়, কেহ বা চন্দন ও পুষ্প সজ্জা প্রদান করিতেছেন; কেহ বা বিবিধ সংগীতালোচনায় মন্দির আনন্দ পূর্ণ করিতেছেন; এমন সময়ে রাণী কথাপ্রসঙ্গে সুমধুর স্বরে কহিলেন, প্রাণবল্লভ! অনেক দিন হইল কুমারকে না দেখিয়া আমার মন যার পর নাই ব্যাকুল ও সংসার অরণ্য-প্রায় বোধ হইতেছে। কুমার কেনই বা অন্তঃপুরে প্রবেশে বিরত আছেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, আরো শুনিলাম তিনি নাকি অকূল চিন্তার্ণবে মগ্ন থাকিয়া কাহারো সহিত কোন আলাপ না

করিয়া একাকীই নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক রজনী প্রভাতে তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

মহারাজ রাণীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কুমারের কথা অকথ্য; কি জন্য যে তাঁহার এরূপ অচিন্তনীয় অবস্থা ঘটিল, রাজসভা তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিতেছে না। কুমার নির্ব্বোধ বালক নন, তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ বিদ্যাও প্রচুর লাভ করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার মত বিজ্ঞ আমার সভায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমত অবস্থায় কুমারের শোচনীয় ভাব গ্রহণ কেবল আমাদের মন্দ ভাগ্যের পরিচয় মাত্র। বিধিকৃত কার্য্য কাহারই খণ্ডনের সাধ্য নাই; মহারাজ এই প্রকার আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে রাণী বলিলেন, প্রাণেশ্বর! অস্থির হইবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কুমার এক্ষণে সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষিত হইয়া গুণিগণাগ্রগণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রজাপুঞ্জ ভূয়োভূয়ঃ কুমারের গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ইচ্ছা করিতেছে। আপনিও যৌবন কানন অতিক্রম করিয়া চরম ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন; বুদ্ধি, বল, বিক্রম, ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। প্রাণেশ! আমাদেরও আর দ্বিতীয় পুত্র নাই; দৈবঘটনায় কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে বলিতে পারা যায় না। আমার বিবেচনায় অনতিবিলম্বে কুমারের উদ্বাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করুন, পরে রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদের ধর্ম্ম পরিচিন্তায় তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। মহারাজ রাণীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিকে! আমি

তোমার কথায় পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। যে রাজার তোমার ন্যায় মন্ত্রী, তাঁহার রাজ্যে কোন কালেও অশুভ প্রবেশ করিতে পারে না; যাহার গৃহে তোমার ন্যায় গৃহিণী অধিষ্ঠিতা, তাহার মানোভৃঙ্গ নিরবধি শান্তিরূপ অতুল সুখামৃত পান করিতে থাকে। আজ হইতে জানিলাম তুমিই আমার গৃহলক্ষ্মীরূপে রাজভবনে অশেষ মঙ্গল প্রদান করিতেছ; এবং তোমার সুমন্ত্রণাই আমার রাজ্যরক্ষার প্রধান কারণ। মহারাজ এইরূপ অশেষ প্রকারে রাণীর প্রশংসা করিয়া নানাবিধ সুখালাপে নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে রাজ সভায় প্রবেশ করিলেন।

নৃপকুলচন্দ্র মন্ত্র ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রতিহারীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রতিহারি! তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া মন্ত্রিবরকে বল আমি তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়াছি। প্রতিহারী সত্বর-পদে মন্ত্রিসদনে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! মহারাজ অতি সত্বর আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর অসময়ে আহ্বাননিবন্ধন যুগপৎ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু যাহা হউক কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া প্রতিহারীর সঙ্গে অতি সত্বর নৃপসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ উচিত আসন প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রিবরের সংবর্দ্ধনা করিলে প্রতিহারী বিদায় গ্রহণ করিল। মহারাজ ও মন্ত্রী উভয়ের কুমারসম্পর্কে নানা প্রকার কথোপকথন চলিয়া অবশেষে এই স্থির হইল যে তাঁহাকে চিন্তাসাগর হইতে উদ্ধারের দারগ্রহণই একমাত্র তরণী। অতএব শীঘ্রই তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করা উচিত;

এক্ষণে তদ্বিষয়ে কুমারের মত গ্রহণের ভার সচিবশ্রেষ্ঠের প্রতিই অর্পিত হইল।

তিনি কুমারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল কুমার সদনে গমন করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজকুমার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দ্বারবানের প্রতি মন্ত্রিবরকে আনয়নের আদেশ করিলেন। দ্বারী প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় কুমারসদনে উপস্থিত হইল। রাজকুমার সচিবপুঙ্গবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক উচিত আসন প্রদান করিয়া দ্বারীকে বিদায় দান করিলে মন্ত্রিবর সবিনয়ে নিবেদন করিতে লাগিলেন,—রাজকুমার! মহারাজ আমাকে আপনার নিকটে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছেন; আজ্ঞা হইলে জিজ্ঞাসা করি, উচিত উত্তর দানে কৃতার্থ করুন। রাজকুমার বলিলেন, মহারাজের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করুন। মন্ত্রিবর কহিলেন, কথা বড় অধিক নয়; মহারাজ শীঘ্রই আপনার উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায়মাত্র প্রতীক্ষণীয়। রাজকুমার সহসা কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির-চিন্তার নিমিত্ত মন্ত্রিবরকে সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে কহিলেন। সপ্তাহ পরে তিনি প্রথমে বিবাহে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে আবার মনে মনে কি ভাবিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিবর রাজসদনে গমন করিয়া কুমার বিবাহে সম্মত আছেন, ইহা মহারাজকে নিবেদন করিলেন।

মহারাজ কুমারের বিবাহে অসম্মতি শুনিয়া প্রথমে যেমন দুঃখিত হন, শেষে আবার সম্মতিবার্ত্তা শ্রবণে তাহার শত গুণ

অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে অনুমতি দিয়া, মন্ত্রিবরকে একটী সুকুমারী পাত্রী পরিদর্শন করিতে আদেশ করিলেন। বিবাহোপযোগী প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আহরণ হইল; মন্ত্রিবর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া মহারাজ দণ্ডপাণির পরমা সুন্দরী দুহিতা গোপাকে পাত্রী মনোনীত করিলেন।

রাজকুমারের বয়স কিঞ্চিদূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ; অবয়ব এরূপ দীর্ঘ যে অন্যের হইলে তাহাতে তাঁহাকে নিতান্ত কুরূপ করিয়া তুলিত; কিন্তু তাঁহার প্রসন্নদ্যুতি-বিশিষ্ট বদন, বিশাল বক্ষ এবং অঙ্গের স্থূলতায় তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রতিহত না হইয়া বরং সমধিক উন্নতি ধারণ করিয়াছে। গোপার বয়স কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বৎসর; তাঁহার যৌবন উদ্যান সুরসিক যুবা পুরুষদিগের আরামস্থল হইয়া উঠিল। তাঁহার ফণিরূপিণী বেণী অনেকেরই সাপিনীরূপে ভ্রম জন্মাইয়া ক্রমে নিতম্ব অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে। অলকারেখা-পরিশোভিত সীমন্ত ঘনশ্যামবর্ণ কেশমধ্যে মেঘান্তরস্থিত বিদ্যুৎ শোভায় শোভিত; ললাটের চতুষ্পার্শ্বে কুঞ্চিত কেশাবলী কর্ণপর্য্যন্ত লম্বমান থাকিয়া ললাটের অসীম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছে; ললাট নিম্নে ঈষৎ বক্র ভ্রূযুগল কামধনুর শোভায় পরিশোভিত; বিশাল কর্ণায়ত লোচনদ্বয় অবিরাম পলক ক্ষেপণে খঞ্জনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে; তন্নিম্নে তিলফুলের দর্পহারী নাসিকা মুখমণ্ডলের অপরূপ শোভা সম্পাদন ও হাস্যপূর্ণ মুখপদ্ম বিম্বোষ্ঠ পরিবৃত হইয়া প্রেমদার প্রেমের পরিচয় দান করিতেছে।

স্থূল গণ্ডদেশ নিম্নে বিলাসক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত নাগরদিগের তৃপ্তিজনক বিস্তীর্ণ বক্ষ-ক্ষেত্রে মানববৃক্ষজাত দাড়িম্বরূপে কুচযুগল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। গোপার বর্ণ অতসীপুষ্পের আভা ধারণ করিয়া সহর্ষে বিদ্যুতকে নিন্দা করিতেছে। চরণোৎপাদিত নূপুরধ্বনি ভ্রমরকে ঝঙ্কার এবং সুতানসংমিলিত কণ্ঠধ্বনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পিকবরকে সংগীত শিক্ষা দিতেছে। তাঁহার এমন অধিক কোন অলঙ্কার নাই, তথাপি অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইতেছে।

দণ্ডপাণি যখন দেখিলেন কন্যার যৌবনপদ্ম প্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তখন তিনি তদুপযুক্ত সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া কোন এক তরুণবয়স্ক রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়া সাদরে তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক নিজ বাটীতেই রাখিয়াছিলেন, পরে যখন শুনিলেন, নরপুঙ্গব শাক্য কুমার তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাতে অর্দ্ধসম্মতি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্ব আনীত রাজকুমারকে সহসা বিদায় দিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে শাক্যকুমার আসিয়া নিজ বাহুবলে এবং ধীশক্তিতে পূর্ব্ব আনীত রাজকুমারের যাবতীয় গুণ অতিক্রম করিলে তিনি অগত্যা তাঁহাদের বিবাহে সম্মতি দান করিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার গমনের পর দণ্ডপাণি কন্যার বিবাহের যাবতীয় আয়োজন করিয়া পণ্ডিতগণ আহ্বান পূর্ব্বক বিবাহের দিন স্থির করিলেন। তাঁহার ভবন মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল;

পুরজন সকলেই গোপার বিবাহরূপ আনন্দনীরে অবগাহন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে নৃত্য গীত ও বাদ্য কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া উঠিল; গৃহসকল বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্শকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহের উপরিভাগে শ্বেত ধ্বজাসকল উড্ডীন হইয়া অব্যক্ত শব্দ দ্বারা জনসমাজে গোপার বিবাহসংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। দ্বার-দেশের উভয় পার্শ্বে রামরম্ভা রোপিত ও পল্লবাবৃত পূর্ণ কুম্ভ, মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত স্থাপিত হইতে লাগিল। পুরীমধ্যে পুরবাসিনী ও প্রতিবাসিনীগণ একত্র মিলিত হইয়া অশেষবিধ মঙ্গলাচরণ ও মুহুর্মুহু হুলাহুলি প্রদান করিয়া পুরবাসী সকলের মনে অপার আনন্দ দান করিতে লাগিল।

বিবাহসভা সুসজ্জিত হইল; আগন্তুক যাবতীয় ভদ্র জন সভা আরোহণ করিলে কুলাচার্য্যগণ দাতা ও গ্রহীতার কুলের পরিচয় দান করিলেন। পণ্ডিতগণ বিবিধ শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া লগ্ন স্থির করিলে দণ্ডপাণি শুভ লগ্নে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা পরমা সুন্দরী গোপাকে বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শাক্য কুমারকে দান করিলেন। নব দম্পতী যুগলের পরস্পর শুভ দৃষ্টি হইলে উভয়েরই মনে অপার আনন্দ রসের উদ্ভব হইয়াছিল। সে সময় গোপার মুখে ঈষৎ হাস্যও প্রকাশ পাইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে কুলাঙ্গনাগণ আনন্দময় হুলাহুলি প্রদান করিলেন। নব দম্পতী বিলাসভবনে বরশয্যায় গমন করিলে ভদ্রসমাজ সভা ভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব নিবাসে প্রস্থান করিলেন।

বর ও পাত্রী বরশয্যায় উপবেশন করিলে সখীরা কেহ

চামর ব্যজন, কেহ তাম্বুল কর্পূরাদি দান, কেহ সুমিষ্ট পয়োদন, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিতে লাগিল। উভয়েরই মনে কথা কহিবার অভিলাষ হইতেছে কিন্তু প্রথম কে কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া কথা কহিবেন ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। গোপার বাক্যগুলি একবার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া দারুণ লজ্জারূপ বজ্রাঘাত দ্বারা প্রতিহত হইয়া আবার অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত, তিনি বসনমধ্য হইতে রাজকুমারের প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সখী নিকটে রহিয়াছে বলিয়াই হউক বা আর কোন কারণেই হউক, রাজকুমারও কিছু কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন; প্রিয়ে! ঐ দেখ চন্দ্রমণ্ডল অগ্নিজাল বিস্তার করিতেছে। গোপা বদন সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিলেন। তখন কুমার বলিলেন, প্রেয়সি! এ মুখচন্দ্র বসন মেঘে বৃথা আচ্ছাদন করিলে কেন? গগনালম্বিত চন্দ্র বহ্নি বরিষণ করিলে এ চন্দ্রমাই অমৃত বরিষণ করিয়া দগ্ধাঙ্গ শীতল করে। গোপা অধোমুখী হইলেন। রাজকুমার তখন সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,ভাল সখি! তোমাদের সখীকে এ পর্য্যন্ত কথা কহিতেও শিক্ষা দাও নাই? কোন সখী বলিল, মহাশয়! জগতে সমানে সমানে মিলন হইয়া থাকে; আমি হীন-কুলোদ্ভবা, আপনাকে কি উত্তর দিব; তবে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে ইহাকে আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিতে দান করিতে পারিব বলিয়া ইহাঁকে কথা শিখাইবার আমাদের প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে আপনি ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দিন।

রাজকুমার পুনর্ব্বার বলিলেন; প্রিয়ে! বদন তুলিয়া ঐ দেখ সূর্য্য পশ্চিম দিক আলো করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কৃশানুসম কর বিস্তার দ্বারা দিঙমণ্ডল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গোপা রাজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া বসন মধ্য হইতে মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন; প্রাণেশ! যিনি দর্শন মাত্রে মন প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পরিচয় দিতে কাহার না ভয় হয়? আপনি বাক্যামৃত বর্ষণে জগত শীতল করেন,আমি জগৎ ছাড়া নহি। অতএব আমার আবার সুধাকর বা প্রভাকরের বহ্নি বর্ষণে ভয় কি? ক্রমে ভয় নাশ হইল। লজ্জাও দূরে পলায়ন করিল। গোপা অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া নানাপ্রকার সুখালাপ আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত আলোচনাদি বিবিধ বিলাস-সুখে নিশা যাপিত হইল।

রজনী প্রভাতকল্প দণ্ডপাণি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক যাবতীয় আমন্ত্রিত ব্যক্তিকেই উপযুক্ত উপহার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহারা দণ্ডপাণির ভদ্রতায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; মহোৎসবও ক্রমে অন্তর্ধান হইতে লাগিল। রাজকুমার তথায় সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া গোপা সহ নিজালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দণ্ডপাণি গোপার পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক দাসী এবং রাজকুমারকে নানাবিধ উপহার ও যৌতুক প্রদান করিলেন। কুমার তৎ সমুদায় সঙ্গে লইয়া নিজ রাজধানী কপিলবস্তুতে উপনীত হইলেন।

রাজকুমার স্ব নগরে প্রবেশ করিলে নগর উৎসবে পরিপূর্ণ

হইল ; রাজপথে স্থানে স্থানে নানা প্রকার পত্রময় ফটক, তৎপার্শ্বে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, দধিপূর্ণ ভার, সবৎসা ধেনু ও বরাঙ্গনা ইত্যাদি মাঙ্গল্য চিহ্ন সকল স্থাপিত হইল। প্রাসাদসকল অশেষবিধ সুসজ্জায় ও বিচিত্র ধ্বজায় পরিশোভিত হইয়া নগরে কুমারের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। রাজভবন গান বাদ্য ইত্যাদি নানারূপ আমোদে পরিপূর্ণ হইল।

রাজকুমার ক্রমে নগর অতিক্রম করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় হুলাহুলি ধ্বনি হইতে লাগিল। তিনি পিতৃচরণে প্রণাম পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম ও ধাত্রী বিধুমুখীকে সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

গোপা রাণীর চরণে বহুমূল্য বস্ত্র ও রত্নালঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিলে রাণী তাঁহাকে আদরে বক্ষে স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার মিষ্ট সংলাপ করিতে লাগিলেন। নাগরীগণ রাজকুলবধূ দর্শনার্থ ক্রমে দলে দলে নৃপ-ভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। গোপার সহচরীরা তাঁহাদিগকে উচিত সম্মান করিয়া গোপার অবগুণ্ঠনপট উন্মোচন করিলে সকলেই নববধূর মুখ দর্শন ও উচিত উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিধাতাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাণী তাঁহাদিগকে সুমধুর সম্ভাষণে ও উচিত সম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন। গোপার স্বভাবগুণে শীঘ্রই সহচরী ও যাবতীয় পুরবাসিনীগণ তাঁহার একান্ত অনুগতা হইয়া উঠিল। রাণী সুশীলা, গুণযুতা, অশেষ-রূপলাবণ্য-সম্পন্না, প্রাণাধিকা পুত্রানুরূপা পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য সমাপনান্তে কুমারকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিয়া একান্ত আনন্দরসাভিষিক্ত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাসমারোহে কুমারের যৌবরাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু তাঁহার চিন্তার্ণব ক্রমে প্রশান্ত না হইয়া বরং উথলিতে লাগিল। এক্ষণে তিনি জীবন ও মৃত্যুর গাঢ়-পরিচিন্তায় কালা তিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ জগতে কিছুই অবিনশ্বর কি প্রকৃত নয়; জীবন কাষ্ঠ-ঘর্ষণোৎপাদিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রায় স্বভাবতঃ তেজোময়। মানবগণ বলিতে পারেন না যে, ইহা কোন সময় কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কোথায় লয় হয়। মনুষ্যগণ যেরূপ তন্ত্রী-ধ্বনি শ্রবণে তাহার কার্য্য নির্ণয় করিয়াও উৎপন্ন লয়স্থান নির্ণয় করিতে পারে না; জীবনও সেইরূপ তন্ত্রীধ্বনিপ্রায়। জ্ঞানী লোকেরা বৃথা ইহার আবি ভাব ও তিরোভাব সম্পর্কে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন; এ জগতে অবশ্যই এ রূপ কোন শ্রেষ্ঠ পন্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া মনুষ্যগণ শান্তিলাভ ও দেহ তেজোময় করিতে পারেন। আমি যত্ন করিলে মনুষ্যে তেজ-প্রদান ও স্বয়ং সিদ্ধ ও মুক্ত হইয়া সমুদায় সংসারকেই ধর্ম্ম-পথে আন য়ন পূর্ব্বক ধার্ম্মিক মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি। লোকস-মাজ বৃথা মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের নির্ম্মল সুখ অনুভব কবিতে পারে না, এ জগতে যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই।

মহারাজ কুমারকে এবম্প্রকার চিন্তা-মগ্ন অবলোকন

করিয়া তাঁহাকে চিন্তাসাগর হইতে উদ্ধার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন। তিনি কুমারের আনন্দ-বৰ্দ্ধনার্থ প্রতিদিনই সুখ-সেব্য আনন্দ-কানন পরিদর্শনার্থ বহু অনুচর সহ কুমারকে সেই কাননে যাইতে অনুমতি করিলেন। কুমার পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। বিধাতার কাৰ্য্য লোকের অণুমাত্রও বুঝিবার সাধ্য নাই; লোকসমাজের অতি সাধারণ কয়েকটী ঘটনাই তাঁহার সংসার-ত্যাগের প্রধান কারণ হইয়া উঠিল।

একদা যুবরাজ উদ্যান গমনাভিপ্রায়ে বহু অনুচর পরিবেষ্টিত হইয়া কাননের পূৰ্ব্ব দ্বার দিয়া যাইতেছেন, পথি-মধ্যে জরাগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে শিরা ও ধমনিসকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; সৰ্ব্ব শরীরের মাংস লোল ও দন্ত বিগলিত হইয়াছে, কেশ পক্ক হইয়া কাশের শোভা ধারণ করিয়াছে এবং শরীর মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে। এরূপ চরম দশাপ্রাপ্ত জরাগ্রস্ত দণ্ডোপরি বক্রস্থিত। বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তিনি সারথিকে সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সূত! ভাল দেখ দেখি এ লোকটী কে? ওরূপ হওয়া কি উহার বংশের সাধারণ নিয়ম না? প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবগত অদৃষ্টের ফল!

সারথি সানুনয়বাক্যে নিবেদন করিল; মহাশয়! এ ব্যক্তির চরমকাল উপস্থিত, ইহার বুদ্ধি শিথিল ও শক্তি দূরগত হইয়াছে এবং এ ব্যক্তি আত্মীয়বর্গ দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছেন। গৃহকাৰ্য্য নির্ব্বাহে অশক্ত ও স্থবির হওয়ায় ইনি এক্ষণে লোক সমাজে অরণ্যজাত মৃত-শুষ্ক-বৃক্ষ প্রায় পরিগণিত হইতেছেন; কিন্তু

এটী ইহার কুলের সাধারণ নিয়ম নয়, লোকমাত্রেরই যৌবন অন্তে বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হয়; আপনার পিতা, মাতা, কি আত্মীয় বন্ধুবর্গ সকলকেই শেষকালে এই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। যুবরাজ বলিতে কি! এটী প্রাণিমাত্রেরই যমালয় গমনের ঘোষণাপত্র।

সারথির বাক্যাবসান হইলে রাজকুমার বলিলেন, আহা! মনুষ্যগণ এতদূর অনভিজ্ঞ, বিবেক শক্তিহীন ও মূর্খ যে তাহারা ভাবী প্রাপ্তব্য বৃদ্ধদশা প্রতি অণুমাত্রও বিবেচনা না করিয়া ক্ষণ ভঙ্গুর যৌবন-মদে গর্ব্বিত হইয়া অশেষবিধ কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়। সারথে! অবিলম্বে রথগতি পরিবর্ত্তন কর, আমি স্থানান্তরে যাইব। সারথি আজ্ঞামাত্র রথের বিপরীত গতি সম্পাদন করিল। আমি এক্ষণে দারুণ জরার হাত হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি করি! সুখসম্ভোগে আমার ফল কি হইবে? এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া যুবরাজ সুখময় উদ্যান গমনে বিরত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে যুবরাজ সুখময় আনন্দ কাননের দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ করিতেছিলেন; এমন সময়ে রাজপথে একটী লোক দেখিতে পাইলেন; তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া অস্থিচর্ম্ম ও শিরাবলী প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মালিন্য দেহের মনোহর কান্তি হরণ করিয়া মলিনতারূপ অলঙ্কার প্রদান করিয়াছে; তাহার স্বজন বন্ধু বান্ধব কেহই নিকটে নাই এবং আবাসচ্যুত হইয়া পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহার রূপ অতি ভয়ানক, নয়নদ্বয় ঘন ঘূর্ণিত হইয়া লোক সমাজে মৃত্যু যন্ত্রণার পরিচয় প্রদান করিতেছে; তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মৃত্যু

অতি সত্বর গমনে পদক্ষেপ করিতেছে। রাজকুমার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! ভাল এ লোকটী কে?

সারথি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহাশয়! জ্বর নামে একটা দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ইহার সুখ সর্ব্বস্ব শরীরের অভ্যন্তরস্থ মহামূল্য অরোগিতা নামে মহারত্ন হরণ করায় এ ব্যক্তি একান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং এই অবসরে সর্ব্বভুক কাল ইহার জীবন পর্য্যন্তও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এ ব্যক্তি যে রূপ দুর্ব্বল হইয়াছে বোধ হয় দুর্ব্বৃত্ত শীঘ্রই ইহাকে গ্রহণ করিবে।

কুমার সারথির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরস মনে কহিলেন, আহা! অরোগিতা স্বপ্নলব্ধ বিবরণ প্রায়; স্বপ্নের ঘটনাসকল নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন বিনষ্ট হয়, প্রাভাতিক সূর্য্য কর লগ্নে শিশির বিন্দু যেমন নষ্ট হইয়া যায় অরোগিতাও সেইরূপ ক্ষণমাত্র স্থায়ী আহার নিদ্রাদি কিঞ্চিন্মাত্র শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন মাত্রেই রোগ উৎপন্ন হইয়া দুর্লভ জীবন দুর্দ্দান্ত কালসূর্য্য করে শুষ্ক হইয়া যায়। হায়! এ ভয়ানক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে হইবে। সে জ্ঞানী ব্যক্তি কোথায়, যিনি নিজের এ রূপ দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও সুখসম্ভোগ ও বিলাস অভিলাষ করেন। যুবরাজ এরূপ চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া সারথিকে রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন।

তৃতীয় দিবস যখন যুবরাজ পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দময় আনন্দ কাননের পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করেন, তখন দেখিলেন, কতকগুলি লোক রাজমার্গগামী সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত

একটী মৃতদেহ খট্টোপরি রাখিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান বন্ধুবর্গের হৃদয় বিদারণ হাহাকার ও ক্রন্দন ধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়া লোক মাত্রকেই বিষাদসাগরে মগ্ন করিতেছে; কেহ কেহ শোকাহত, ব্যাকুল চিত্ত, ধূল্যবলুণ্ঠিত কেশাবলী বিচ্ছিন্ন করিতেছেন; কেহ বা নিরবধি ধূল্যবলুণ্ঠন করিয়া শরীরের বিদ্যুৎবিনিন্দিত স্বাভাবিক বরণ গোপন করিয়া কর্দ্দমময় দেহে নিশ্চেষ্ট পতিত রহিয়াছে; কেহ বা সঘন বক্ষে করাঘাত ও হাহাকার শব্দে জনগণের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করিতেছে; অবলা কুলবালাগণ করকঙ্কণাঘাতে ললাট শোণিতময় করিয়া সিন্দূর ও অলকার সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে; বন্ধুবর্গ সকলেই শোকে বিহ্বল হইয়া ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে ঝঞ্জাবাতের সৃষ্টি এবং বাষ্পক্ষেপণে নদীপ্রবাহ বর্দ্ধিত করিতেছে। যুবরাজ এরূপ শোকময় ঘটনা দর্শন করিয়া সারথিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সারথি সবিনয়ে নিবেদন করিল, রাজকুমার! ঐ খট্টারূঢ় ব্যক্তি সুখময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া শমন ভবন দর্শনে গমন করিতেছেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ আর তাঁহার দর্শন পাইবে না বলিয়াই এরূপ শোকময় ক্রন্দন করিতেছে। মহাশয়! জীবগণ এ সংসারে অত্যল্প কাল মাত্র বিশ্রাম করে; পৃথিবী মধ্যে কিছুই চিরস্থায়ী কি অবিনশ্বর নয়। যেরূপ শাখি শাখে পক্ষিগণ নিশিযোগে একত্র অধিবেশন পূর্ব্বক প্রভাতে ইচ্ছানুরূপ দিগ্‌দেশে গমন করে; অথবা পথিমধ্যে পথিকগণ পান্থাবাসে মিলিত হইয়া নিশাশেষে নিজ নিজ অভিপ্রেত

স্থানে গমন করে, সেইরূপ মনুষ্যগণও এ সংসারে স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন শেষে স্বকর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের বিচারমতে উপযুক্ত স্থানে গমন করে। কুমার শ্রেষ্ঠ! এ দশা সকলকেই প্রাপ্ত হইতে হইবে; পৃথিবীতে যিনিই কেন যত উচ্চ আসনারূঢ় থাকুন না, অন্তে সকলেই এক দশা প্রাপ্ত হইয়া চিতায় প্রবেশ করিবেন। যেরূপ ক্ষণভঙ্গুর জলবিম্ব-সকল অত্যল্প কাল মধ্যেই জলে মিলিত হয়, সেইরূপ এ জীবনও অত্যল্প কাল মাত্র পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ করিয়াই পঞ্চ ভূতে মিলিত হইয়া যায়।

যুবরাজ সারথির এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ বাক্যে বলিলেন, আহা! জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ ও বিলাস-মন্দির যৌবন কাল দারুণ জরা প্রতিঘাতে চূর্ণ হয়, এবং অমূল্য জীবনের সার রত্ন অরোগিতা অগণিত মন্দ বুদ্ধি দুরাচার তস্কররূপ ব্যাধি দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে; জীবনও আবার এত অল্প কাল স্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর যে কোন্ সময় মৃত্যুর অব্যর্থ দণ্ডাঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহার নিশ্চয় নাই। প্রাণিমাত্রই যদি চির যৌবন সুখে লিপ্ত থাকিয়া জরার মুখ দর্শন না করিত, রোগরূপ দুর্লক্ষ্য মন্দবুদ্ধি অনিষ্ট-তৎপর পাপময় পিশাচ কোন ক্রমেই দেহমন্দিরে যদি প্রবেশ করিতে না পারিত, তাহা হইলে এই জীবগণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবার একমাত্র পন্থা থাকিত। রাজকুমার ব্যথিতান্তঃকরণে এরূপ শোক প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সূত! অবিলম্বে রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি সেই দুর্ব্বল বন্ধু সর্ব্বানন্দপ্রদ, মুক্তিপথদর্শক, ত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মের অনুসন্ধানে যত্নশীল হইব।

চতুর্থ দিবস যুবরাজ সুখসেব্য বিবিধ ফল পুষ্পোপশোভিত মনোহর আনন্দকাননের উত্তর দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন; নাসিকা গন্ধবহের সাহায্যে বিবিধ পুষ্পের সৌরভে অপার আনন্দ লাভ করিতেছে; শাখিশাখে পিকগণের কুল কল ধ্বনি, শ্রবণে অমৃত ধারা বরিষণ করিতেছে; নবপল্লব সকল প্রকৃতির বিচিত্র শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক নয়নের দর্শনপিপাসা দূর করিতেছে; মন্দ অনিল গাত্র স্পর্শ মাত্র প্রিয় সহচরী নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করিতেছে। বাস্তবিক আনন্দকানন আনন্দ রূপ ধারণ করিয়া মনের যাবতীয় ক্লেশ দূর করিতেছে। কুমার সারথি সঙ্গে অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শান্তপ্রকৃতি সহিষ্ণু, মৌনাবলম্বী. জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়, শুচি, সরলস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, অর্য্যভক্ত দিগম্বর এক ভিক্ষুক নয়নপথে পতিত হইলে, তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সারথে! দেখ দেখি এ লোকটী কে?

সারথি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয়! এ ব্যক্তি জগতে ভিক্ষুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি জীবনের যাবতীয় সুখ ও ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সংসারে ভিক্ষা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। ইনি রিপুগণকে দৃঢ় বন্ধন এবং হিংসা ও দ্বেষের মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া আত্মজয়ে যত্নশীল হইয়াছেন। ইনি সংসাররূপ বিষক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দপ্রদ কল্প ও অমৃতদ্রুম-পরিশোভিত ধর্ম্মকাননে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার চিন্তারূপিণী ভার্য্যার গর্ভে জ্ঞান নামে বিচক্ষণ পুত্র জন্মিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভগিনী মায়াকে বিনাশ করিয়া নিজ গৌরব প্রকাশ জন্য সত্য, সহিষ্ণুতা

শান্তি, অহিংসা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নামে পাঁচ জন মহাবল পরাক্রান্ত অনুচরকে পিতার পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিয়া নিজেও যত্ন, শ্রম, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা নামে সখাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মকানন প্রবেশে সমধিক যত্ন করিতেছেন। রাজকুমার! বলিতে কি, এই কয় জন সহায় হইলে ধর্ম্মকানন প্রবেশে অণুমাত্রও সংশয় থাকে না; ইনিও তৎকানন প্রবেশে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে ধার্ম্মিক উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমার বলিলেন জ্ঞানী লোকেরা সদাই ধার্ম্মিকদিগের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। মনুষ্য ও পশুদিগের মধ্যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি যাবতীয় প্রক্রিয়া সমান সত্বেও মানবগণ কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে শ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করিয়াছেন; জ্ঞানের জন্ম মাত্রে তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও জন্ম হয়। যিনি সেই সর্ব্বসুখপ্রদ ধর্ম্মে বঞ্চিত, তাহাতে আর পশুতে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। ধর্ম্মই জীবমাত্রের বিপদ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা, ধর্ম্মই প্রকৃত জীবন ও অমরত্ব প্রদান করিয়া থাকে। অতএব আমার এক্ষণে এই পথ অবলম্বন করাই অভিলাষ সিদ্ধির একমাত্র পন্থা। সর্ব্বপ্রথমেই এই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। রাজকুমার এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজপুরে প্রবেশ করিল।

কুমার বাড়ী আসিয়া কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন, এই চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না, তিনি সমুদায়

রাত্রি বাতায়নে উপবেশন-পূর্ব্বক রজনী যাপন করিলেন। প্রাভাতিক মৃদু মলয়মারুতভরে কিঞ্চিন্মাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, কুমার সোপানোপরি অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শয়িত আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার স্বপ্নযোগ হইল, তিনি দেখিলেন, পৃথিবীগর্ভ হইতে এক প্রকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বাহির হইয়া সমুদায় সংসার দগ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহাকেও দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিয়া কুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি ঘন কম্পিত কলেবরে মন্দির মধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত কল্প, পক্ষিগণ বৃক্ষ শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া সুতান সংমিলিত সুমধুর সুশ্রাব্য সঙ্গীত শাস্ত্রের পরিচয় দান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করতঃ তাঁহারই মহিমার পরিচয় দান করিতেছে। মন্দ অনিল সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া জনসমাজে প্রভাত সংবাদ ঘোষণাপূর্ব্বক অপার আনন্দ দান করিতেছে। ভগবান মরীচিমালী নিজ জায়া ছায়ার সহিত হাস্য বদনে পূর্ব্বদিকে দর্শন দিয়া জগৎ রক্তিম আভায় পরিপূর্ণ করিলেন; সরোজিনী প্রিয় নাথের দর্শনে হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিকসিত হইলেন। নবশ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি মুক্তাহার প্রায় শিশিরবিন্দু সকল ক্রমে ভানুকরে জলবৎ হইয়া পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াই যেন মেদিনীর উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধনার্থ তৎগর্ভে প্রবেশ করিল। সুধাংশু সমুদায় রাত্রি রোহিণী বামে যাপন করিয়া প্রভাতে অগ্রজ দর্শনে লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া নিজালয়ে সত্বর গমন করিতেছেন। কুমুদিনী প্রাণবল্লভের বিরহ মনে করিয়া মলিন বদন অবগুণ্ঠনে আবৃত



করিতেছেন চক্রবাক দম্পতী বিচ্ছেদকে দূরে অপসারিত করিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। লোক সকল স্ব স্ব শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। প্রকৃতি অপরূপ নব ভূষণে বিভূষিত হইয়া অবিরত হাস্য প্রকাশ করিতেছে। কুমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ের অনতিদীর্ঘকাল পরেই পরমারাধ্য পিতা, পরম হিতৈষিণী বিমাতা, মাতৃসমা ধাত্রী বিধুমুখী ও প্রিয়ংবদা রূপবতী রসবতী সহধর্ম্মিণীর নিকট সংসারত্যাগের অভি-প্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই অসম্মত হইলেও তাঁহার মনে সংসারত্যাগের বাসনা বদ্ধমূল হইয়া রহিল। একদা প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি গত হইয়াছে, লোকপূর্ণ কোলাহলময় জগৎ শব্দ হীন, নগর মধ্যে কেবল সময়ে সময়ে কৃতান্ত ঘটিকাপ্রায় পেঁচকের কঠোর নিস্বন ভিন্ন আর কাহা-রই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায় না। ভগবান কৌমুদীবল্লভ পূর্ব্বদিকে দর্শন দিয়া জগৎকে ধ্বান্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ মানসে করজাল বিস্তার করিয়া পৃথিবী সুধাসিক্ত করিতে-ছেন; কুমুদিনী নাথের আগমনে পরম আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপবেশন জন্য হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ হৃদয়রূপ সিংহাসন দান করিতেছেন; এমন সময়ে যুবরাজ জাগরিত হইয়া তাহার রক্ষণ ভারপ্রাপ্ত প্রহরিগণকে একান্ত সুষুপ্ত ও নিদ্রাবশে মৃতপ্রায় অবলোকন করিয়া অশ্বশালে গমন পূর্ব্বক অতি গোপনে সারথিসহ রথ সুসজ্জিত করিয়া সত্বর গমনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রক্ষকগণ প্রভাতে উঠিয়া কুমারকে দেখিতে না পাইয়া একান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নৃপ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কুমারের পলায়ন বার্ত্তা নিবেদন করিল। মহারাজ ইহা শ্রবণ মাত্র হতচেতন হইয়া সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। সভাসদ পাত্র মিত্র ও বন্ধুবান্ধব সকলেই ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া পরে আত্মশোক সংবরণ পূর্ব্বক মহারাজের চেতনা লাভের জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু নানা প্রকার যত্নেও তৎকালে তাঁহার চেতনা লাভ হইল না; তিনি যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত অচেতন থাকিয়া পরে হা বুদ্ধ! বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চেতনালাভ করিলেন। তখন ভৃত্যবর্গ তাঁহার অঙ্গের ধুলিরাশি মোচন করিয়া আসনে উপবেশন করাইবার চেষ্টা পাইলে তিনি হা জীবন সর্ব্বস্ব বলিয়া পুনর্ব্বার ধরাশায়ী হইলেন। অনুচরবর্গ বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া পুনঃ সংজ্ঞা দান করিলে তিনি অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার চিত্ত দুর্ব্বার শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি ক্ষণকাল পরে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেনঃ—

হে প্রাণাধিক! তোমার মনে কি এই ছিল! তুমি জন্ম মাত্রেই নিজ জননীর বিনাশ সাধন করিয়া যৌবন প্রারম্ভেই জনকের মৃত্যু সংকল্প করিয়া শর সন্ধানে উদ্যত হইয়াছ! আজ নিশ্চয়ই জানিলাম জগদীশ্বর এ রাজবংশের নির্ম্মূল বাসনা করিয়া তোমাকে তৎকার্য্য সাধনের জন্য কালরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বৎস! মনুষ্যগণ সূর্য্য শস্য ও সলিল

বিনা জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ক্ষণমাত্রও দেহে থাকিতে পারিতেছে না। অতএব বৎস! দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।

রে দারুণ বিধাতা! এই কি তোর মনে ছিল যে আমার হৃদয়কুসুম হরণ করিয়া তুই সুখী হইবি? রে নির্দ্দয়! যে কুমার রথ অশ্ব গজ ভিন্ন এক পাও চলিতে পারে না, তাহাকে তুই কোন্ দুর্গম কণ্টকময় পথে প্রেরণ করিলি? তাঁহার শিরীষ-কুসুম-বিনিন্দিত পদযুগল বনকণ্টক ও কুশাগ্র ক্ষত দেখিয়া তোর কি অণুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইবে না? যাহার আহার জন্য কুণ্ডলধারী পাচকবৃন্দ কে অগ্রে যাইবে বলিয়া মহা কোলাহলে সুধাময় রন্ধন করিত, তাহাকে কটু তিক্ত ও কষায় ফলদল আহার করিতে দেখিয়া তোর মনে কি কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট বোধ হইবে না? যে কুমারপুঙ্গব মহার্হ বস্ত্র পরিশোভিত হইয়া সুখে কাল যাপন করিত, তাহাকে বল্কল পরাইয়া তুই কি আনন্দই বা লাভ করিবি? রে নিষ্ঠুর! সুশীলা পতিব্রতা পরম সুন্দরী ইন্দুবদনা গোপাকে নারীজীবন রত্ন-পতিহীনা মলিনা বিরহ-নিপীড়িতা দেখিয়াও কি তোর দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? রে নির্ম্মম! তোর পায় ধরি, তুই বিধি হইয়া অবৈধ কাজ করিস্ না। মহারাজ এইরূপ শোক প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া আহার নিদ্রা ও যাবতীয় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শোকাগারে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে রাজভবন শোকে পরিপূর্ণ হইল। ঘাট পথ ইত্যাদি সকল স্থানেই কুমারের শোকপ্রবাহ প্রবল হইয়া জনসমাজের মানস-ক্ষেত্র-জাত আনন্দকানন অত্যল্প কাল মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন

করিয়া ফেলিল। নগরমধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ কি বালক কি বৃদ্ধ কি বরাঙ্গনা কি কুলবধূ সকলেরই হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিল, ক্রমে নগর মধ্যে শোক-ময় কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতে লাগিল না; সকলেই একান্ত ব্যাকুল মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ কাল উপস্থিত হইল। শোকানল বহির্ব্বাটী দগ্ধ করিয়া ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। রাণী কুমারের পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তরিকাহত শস্য প্রায় ভূতলে পতিত হইয়া অজ্ঞান হইলেন। সখীগণ বিস্তর যত্নে সংজ্ঞা দান করিলে ক্ষণকাল ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে ধরাসনে নিশ্চেষ্ট আসীন থাকিয়া পরে হা! শাক্যকুলচন্দ্র! বলিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে পতিত হইলেন। সহচরীরা বিস্তর চেষ্টায় পুনঃ সংজ্ঞা দান করিলে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যধারণ করিয়া সখী-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখীগণ! আমার সেই শাক্যসিংহ কুমার কোথায় গেল, তোরা কি তার কিছুমাত্র সংবাদও জানিস না? যদি কিছু জানিয়া থাকিস, বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

রে দারুণ বিধি! তোর কি মনে এই ছিল? তুই কোন প্রাণে আমার সেই অপুত্রার পুত্র জীবনের জীবন স্নেহাস্পদ এক মাত্র পুত্র সেই শাক্যকুলতিলক বুদ্ধকে হরণ করিলি! রে দুর্ম্মম! তোর প্রাণ নিশ্চয়ই পাষাণে নির্ম্মিত, তাহা না হইলে কেনই বা বুদ্ধ পলায়নরূপ অব্যর্থ শরসন্ধান করিয়া এই শাক্য-রাজ-বংশের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া এত সরলা অবলার প্রাণ বধে উদ্যত হইবি! রে পামর! তোর পায়

ধরি, তুই আমাদের সেই জীবনসর্ব্বস্ব স্নেহময় কুমারকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর এবং অতুল যশোলাভ করিয়া জগতে ধর্ম্মের ধ্বজা স্থাপন কর।

হে রাধাবল্লভ! আত্মবিনাশের জন্যই কি এ রাজবংশ এত কাল তোমার বিবিধ সেবায় তৎপর ছিল? অদ্য জানিলাম তুমি একান্ত অকৃতজ্ঞ। হে প্রাণবল্লভ হে রাধাকান্ত! মধুসূদন! যদি আমার সেই প্রাণসম বুদ্ধের পুনর্দ্দর্শন পাই, তবে তোমার বিবিধোপচারে পূজা করিব। আমার সেই প্রাণাধিকের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তোমাকে ঘৃত মধু সংযোজিত পরিসান্ন দান করিব। প্রাণবল্লভ! তুমি আমার সেই অপুত্রার পুত্রকে সচ্ছন্দে রাখিও।

হে জীবনসর্ব্বস্ব! আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কি তোমার অসন্তোষজনক কার্য্য করিয়াছি স্মরণ হয় না। তোমার প্রতি যে আমার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা, তাহা তুমি সম্পূর্ণই জ্ঞাত আছ। তুমি চির দিনই আমাকে জননীতুল্য ভক্তি ও সেবা করিতে, তবে অদ্য কি দোষ পাইয়া এ দারুণ বিচ্ছেদ শরক্ষেপণে আমার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে! হে বৎস! যদি অজ্ঞাতসারে কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহাও মার্জ্জনা করাই তোমার কর্ত্তব্য। হা বুদ্ধ! তোমায় না দেখিয়া আমার প্রাণ যে কেমন করিতেছে, তাহা বলিবার নয়, সেই অন্তরের বেদনা অন্তর্যামীই জানেন আর কেহই জানে না; এ প্রাণ ক্ষণকালের জন্যেও আর এ দেহে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না, তোমা বিহীনে এক্ষণে কৃতান্তের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেষ্ঠ বোধ

হইতেছে। বৎস! একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। রাণী এইরূপ খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক একান্ত শোকবিহ্বল হইয়া ঘন দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনী প্রায় অঙ্গনে ঘন পদক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল। সে শব্দ অতি গম্ভীর; কিন্তু রাণী ভিন্ন আর কেহই শুনিতে পাই- লেন না। শূন্য হইতে কোন এক মহাপুরুষ গভীর স্বরে বলিলেন, বৎসে! ব্যাকুলা হইও না, তোমার প্রিয় পুত্র শাক্যসিংহকে দ্বাদশ বৎসরেরর পর পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবে। তুমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অনন্য মনে গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন কর। রাণী আকাশ বাণীতে হাতে আকাশ পাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে গোপার সহচরীগণ রাণীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া একান্ত অধীরা হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গোপার গৃহে উপস্থিত হইয়া অনুচ্চ স্বরে কি বলিতে- ছিলেন, এমন সময় গোপা তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সবিস্তার শ্রবণ করিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল কথার আভাস ও মুখভঙ্গীতে এই মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্ট সংঘটিত হই- য়াছে। যাহাই কেন হউক না, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সখীগণ! তোরা এতক্ষণ চুপে চুপে কি বলিতেছিলি, আমায় একবার স্পষ্ট করিয়া বল দেখি! ভাল মহারাজ দণ্ডপাণির ত কোন অশুভ ঘটনা ঘটে নাই? অনেক দিবস হইল, আমি তাঁহার ভবন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি এ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন বা কোন

মাঙ্গলিক বার্ত্তা প্রাপ্ত হই নাই। তোরা কোথায় কি শুনিয়া আসিলি সত্য করিয়া আমায় ত্বরায় বল। ভাল আমার পিতৃদেব কুশলে আছেন ত?

সখীগণ ভগ্ন স্বরে উত্তর করিলেন, রাজনন্দিনি! শুনিয়াছি কাল নাকি তোমার বাপের বাড়ীর পত্র আসিয়াছে; তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। রাধাবল্লভ না করুন, এর পর আবার পিত্রালয়ের কোনরূপ অশুভ ঘটিলে আর উপায় নাই। গোপা তখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন; তাঁহার কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তখন গোপা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, সখীগণ! তোরা সত্য করে বল না, আমার কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? আমার মাথার দিব্য আছে সত্য করে বল দেখি, তোরা যে "এর পর" বলিলি বল এর অর্থ কি! সখীরা বলিল, রাজবালে! কিছু নয়, অপনি অস্থির হইবেন না, ধৈর্য্য ধারণ করুন; অমঙ্গলকে ডাকিতে হয় না, সে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। গোপা তখন আরো অস্থির হইলেন, এবং মনের স্থৈর্য্য হারাইয়া এ কথা সে কথা করিয়া নানা কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সখীরা সকল কথাই গোপন করে দেখিয়া একান্ত অধীরা হইয়া কি ঘটিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না; পরে ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বলিলেন, সখীগণ! তোদের ভাব দেখে আমার বোধ হইতেছে, আর কিছুই নয়, আমারই পোড়া কপাল ভাঙ্গিয়াছে। যাই কেন হউক না তোরা কোন প্রকার সন্দেহ করিস না, আমার মাথা খাইস, সত্য করে বল দেখি আমার

প্রাণনাথের মঙ্গল ত? ভাল কয়েক দিবস হইল, প্রাণবল্লভ অন্দরে আসিতেই বা বিরত আছেন কেন? তোরা কি তার কিছুই জানিস না? জানিস ত বল, আমার কি পোড়া কপাল পুড়িয়া গিয়াছে? সখীগণ গোপার এরূপ ভাব দর্শন করিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। মুখ বস্ত্রে আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোপা তাঁহাদের ক্রন্দন দেখিয়া আরো অধীরা হইয়া ক্ষণে শয্যায় ক্ষণে ধরায় ক্ষণে সখীদের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন; সখীগণ ভাল দৈব প্রতিকূল হইয়াছে দেখিয়া তোরাও কি আমার প্রতিকূল হইলি! আমার মরমে আর ব্যথা না দিয়া কি অশুভ ঘটিয়াছে বলিয়া আমায় সুস্থির কর।

চিত্রাঙ্গিনী নামে গোপার একজন সহচরী তাঁহাকে এরূপ অধীরা দেখিয়া মনোভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না, অতি কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বাণী কণ্ঠমধ্যেই থাকিতে চায়। আমি আজ রাণীর মহলে গিয়াছিলাম, তথায় শুনিলাম শাক্যকুলচন্দ্র কুমার বুদ্ধ গত নিশিতে নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। মহারাজ শোকবিহ্বল হইয়া শোকাগারে বিচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, রাণীও উন্মাদিনী প্রায় হইয়া হা পুত্র বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এবং পুরবাসিগণ সকলেই শোকপূর্ণ নয়নে হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছেন। কাহারই চিত্ত সুস্থির নয়, কেবল হা বুদ্ধ! কোথা বুদ্ধ বলিয়া দিনপাত করিতেছেন; এই কথা বলিতে বলিতে সহচরী চিত্রাঙ্গিনীর কণ্ঠরোধ

হইয়া আসিল। তিনি পুনঃ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

গোপা সখীমুখে কুমারের পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মণিহারা ফণিপ্রায় হতচেতনা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সখীরা সংজ্ঞাদানের বিস্তর চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোন মতেই তাঁহার চেতনা লাভ হইল না। গোপার তৎকালীন ভাব দর্শন করিলে কাহার না মন দুঃখে দ্রবীভূত হয়? তাঁহার ফণিবিনিন্দিত লম্বিত বেণী ধূলায় ধূসরিত, নয়ন ঘন ঘূর্ণিত, সোপানাঘাতে ললাটশোণিত বাষ্পবারির সহিত মিলিত হইয়া বক্ষস্থলকে সুসিক্ত করিতেছে। নাসিকায় ঘন শ্বাস প্রবাহিত, ইন্দুবদন রাহুগ্রস্ত সুধাংশু প্রায় মলিন ও ঘন ফেনলালায় পরিশোভিত হইয়া মুমূর্ষু দশার পরিচয় দান করিতেছে। চতুষ্পার্শ্বোপবিষ্ট সখীগণেরও বক্ষস্থল নয়নজলে ভাসিতেছে; তাঁহারা গোপার চেতনা জন্য তাঁহার মুখকমলে অবিরল সুশীতল জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

বিস্তর চেষ্টার পর গোপা চৈতন্য লাভ করিযা বলিলেন, ভাল সখি! প্রাণবল্লভ কি একান্তই এ দাসীকে পরিত্যাগ করিলেন? সখি! যদি আমার সেই শিরোমণি নারীজীবনের একমাত্র ভূষণ প্রাণনাথকেই হারাইলাম, তবে আর এ সকল অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? এই বলিয়া যাবতীয় রত্নালঙ্কার দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এ সকল জ্বলন্ত অঙ্গারস্বরূপ, তোরা অবিলম্বে এ সকল দূরে লইয়া যা। একে প্রাণনাথের দারুণ বিচ্ছেদ অনল আমায় অনিবার দগ্ধ করিতেছে, তাহাতে আবার এ সকল জ্বলন্ত অঙ্গারোত্তাপ আর সহ্য হয় না। এই বলিয়াই তিনি মূৰ্চ্ছিতা হইলেন। সখীরা অশে-

বিবিধ যত্নে পুনঃ সংজ্ঞালাভ করাইলে, তিনি একান্ত অধীরা হইয়া বলিতে লাগিলেন।

জীবিতেশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি তোমাকে চিরকাল দয়াবান ও পরোপকারী বলিয়া জানিতাম, তবে তুমি আজ কেন এ দুর্ম্মম হৃদয়বিদারণ কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে? এ দাসী যে তোমার চরণে কোনপ্রকার দোষে অপরাধিনী, এরূপ স্মরণ হয় না। তবে এ দাসীকে কোন্ দোষে ত্যাগ করিলে? নাথ! যদি মন ও বুদ্ধির অগোচরেও কোন পাপ করিয়া থাকি, তবু দাসী বলিয়া সে দোষ মার্জ্জনা করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। নাথ! তুমিই আমার জীবনরূপে বিরাজমান ছিলে, আমি এখন জীবনহারা হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিব? নাথ! তোমার বিরহে আমার প্রাণ একান্ত অস্থির হইয়াছে, আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না? প্রাণেশ! একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। তোমার বিরহে এ হতভাগিনীকে কৃতান্ত অবিলম্বেই আক্রমণ করিবে; এক্ষণে দর্শন দিয়া নিজ দাসীকে কৃতান্তের হস্ত হইতে মুক্ত করুন। তাহা না হইলে জগতে কাপুরুষ বলিয়া তোমার দুর্নাম ঘোষণা হইবে। গোপা রাজকুমারের প্রতি এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বিধাতাকে বলিলেনঃ—

রে দারুণ বিধাতা! তুই কোন্ প্রাণে আমার সেই একমাত্র জীবনভূষণ, জীবনসর্ব্বস্বকে হরণ করিলি! রে নির্দ্দয়! আমার সেই রমণীদুর্ল্লভ জীবনবল্লভকে হরণ করিতে তোর কি অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না? রে দুর্ম্মম! তুই স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর পাপ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; যদি নিজ মঙ্গল সাধনে

বাসনা থাকে, তবে এখনও নাথকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। গোপা এরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত ত্রিযামা উপস্থিত হইলে গোপা আরো শত গুণ উতলা হইয়া উঠিলেন।

সখীরা তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। তিনি সখীদিগের কণ্ঠধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,সখীগণ আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, এই সুকোমল মখমল শয্যা কণ্টকবৎ সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে। চন্দন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রায় আমায় অনিবার দগ্ধ করিতেছে। তাম্বূল, শূল প্রায় সঘনে অন্তরে আঘাত ও এ নীল বসন কালসার্পিনীরূপে ঘন তীক্ষ্ণ দংশন করিতেছে। চন্দ্রমণ্ডল গরলময় অংশুমালা বিস্তার করিয়া অবলার প্রাণ সংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছে। সখি! এ প্রাসাদ অন্য দিবস নানাপ্রকার সুখ দান করিত; কিন্তু অদ্য সুখময় সজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া কেবল মাত্র প্রাণনাথ বিরহে অশেষবিধ দুঃখের আকররূপে পরিগণিত হইতেছে। সখি! আজ জানিলাম সকলই সময়ের বন্ধু; অসময়ে মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে; তাহা না হইলে এ হতভাগিনী গোপার চিরসুখপ্রদ এ সকল বিলাসসজ্জা অদ্য কেনই বা মরমে দারুণ আঘাত প্রদান করিবে। গোপা এরূপে উন্মাদিনীপ্রায়, ক্ষণে ধরায় ক্ষণে শয্যায় ক্ষণে সখীদের কোলে উপবিষ্টা আছেন; এমন সময়ে রজনীপ্রভাতকল্পা, মন্দ অনিল ভরে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র নিদ্রাবেশ হইলে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কপিলবস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভদ্রকালী তাঁহাকে বলিলেন "গোপে! অস্থির হইও না, পুনর্ব্বার তুমি তোমার পতি প্রাপ্ত হইবে।" দেবী এই বলিয়াই অন্ত-

হির্ত হইলেন। গোপার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেবীর আশ্বাসে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিলেন।

এ দিকে বুদ্ধ সমুদায় রাত্রি গমন করিয়া সারথিকে সমুদায় রত্নালঙ্কারের সহিত বিদায় করিয়া একাকী বৈশালি গমন করিলেন। সারথি পর দিবস রজনী প্রভাতে কপিলবস্তুতে উপস্থিত হইয়া কুমারের বৈশালি গমন বার্ত্তা নিবেদন করিলে সকলেই সারথি মুখে সবিস্তার শ্রবণ করিয়া মন স্থির করিলেন। যে স্থান হইতে সারথি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তথায় একটী চিহ্নস্তম্ভ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান গোরকপুরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব ঘোর অরণ্যাবৃত হায়নোৎসাঙ্গে সে কীর্ত্তিস্তম্ভ এখন পর্য্যন্তও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহার শিল্প কারুকার্য্য অতি মনোহর, একবার দেখিলে বারম্বারই দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নগর এক্ষণে একরূপ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

বুদ্ধ সারথিকে বিদায় করিয়া স্বয়ং বৈশালি গমন করিয়া তথায় তিন শত ছাত্র পরিবেষ্টিত এক অতি বিখ্যাত ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মণের যাবতীয় বিদ্যা মনোমন্দিরে স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আর অধিক শিক্ষা দিতে অশক্ত হইলে তিনি অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্রাহ্মণের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার অণুমাত্রও সাহায্য হইল না। বুদ্ধ তখন কিয়ৎক্ষণ

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে মগধের তৎকালীন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তথায় সাত শত শিক্ষার্থী পরিবেষ্টিত কোন এক অতি সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণের নিকট পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল অনন্যমনে পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের বহুবিধ উপদেশ গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্মচিন্তার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তখন পাঁচ জন সমপাঠির সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উরুভিলব গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক জনহীন অরণ্য আশ্রয় করিলেন।

তথায় ছয় বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি স্বয়ংই পৃথিবীর শিক্ষকরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জীবনের এই খণ্ডের শেষ ভাগেই তিনি যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজন প্রশংসনীয় তপোব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি তিমিরময় সংসারকারাগার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-শৈলারোহণের আলোকময় সত্য পথে পদার্পণ পূর্ব্বক একেবারে পাঁচ জন শিষ্যের গুরু বলিয়া পরিচিত হইলেন। কুমার আত্মপরাজয় সম্পন্ন করিয়া স্বমত প্রকাশ করিতে বাসনা করিলেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ ও শিক্ষা জরা রোগ ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের পথ নয়, যুক্তিই লোকের একমাত্র পরম বন্ধু যে ধর্ম্ম, তাহার মূল। এইরূপ বহু চিন্তার পর প্রকাশ করিলেন যে,তিনি সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সেই সত্য জ্ঞানই জীবমাত্রের জীবিত কালের যাবতীয় ভয়নাশের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা, এ পথ ভিন্ন আর যাবতীয় পথই ভ্রম. বিপদ, ও কণ্টক সমাকুল। এই বলিয়া তিনি চারি বর্ণের লোককেই সেই ধর্ম্ম গ্রহণে আহ্বান করিলেন।

যে সময়ে তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন, সেই সময়েই বুদ্ধ বা জ্যোতির্ম্ময় নামে পরিচিত হইয়া সিদ্ধার্থ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অণুমাত্রও ভুল নাই। কারণ,যে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ লোক বিভীষিকাভিভূত হইয়া কম্পিতকলেবর হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধ স্বধর্ম্ম নিজ মনেই বিলীন রাখিবেন, না পৃথিবীতে প্রচার করিবেন, কিছুকাল এই চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া, অবশেষে তাঁহার সেই ধর্ম্ম পৃথিবীতেই প্রচার করিয়া স্বয়ং সত্য ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইলেন।

এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারকের অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা অতি সামান্য। তৎকালে শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান স্থান কাশীধামে গমন করিয়া বুদ্ধদেব পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন সমপাঠির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের যুক্তি ও উপদেশের বিরুদ্ধগামী দেখিয়া অল্প কাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য কয়েকটী সাধারণ ঘটনায় তাঁহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই অবধি তাঁহার আর কোন বিশেষ ঘটনা জানা যায় না। বৌদ্ধদিগের অস্পষ্ট দুরভিজ্ঞেয় ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায় যে তিনি কাশী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া একবার মগধে গমন করিয়াছিলেন।

মগধ সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ জরাসন্ধের রাজ্য। ইহার রাজধানী অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষের একটী প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার শস্য ও ফল অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এ স্থানের ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা শক্তি এত অধিক

যে অতি সামান্য যত্নে নানাপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট উদ্ভিদের জন্ম হয়। এখানকার জল বায়ু অতি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীরা স্বভাবতঃ বলবান্, সাহসী, নির্ভয় ও বুদ্ধিমান। ইহাদের যুদ্ধকৌশলও অতি প্রসিদ্ধ। নগরটী দেখিতে অতি সুন্দর। প্রাসাদ সকলের শিল্পনৈপুণ্য অতি চমৎকার। তাহাদের মূল পৃথিবীগর্ভে দৃঢ় আবদ্ধ এবং ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া নগরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এখানে বহুসংখ্যক নানাবিধ ধনী লোকের বাস। এখানকার ধনী বণিকগণ অদ্যাপিও ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই নানারূপ বাণিজ্য করিয়া থাকেন। এ নগরে মহারাজ জরাসন্ধ রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে ক্রমে তাঁহার বংশধরেরাই রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন।

বুদ্ধের সমকালেও মগধ সিংহাসনে ভুবনবিখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধের বংশাবতংস বিম্বিসর নামে রাজা আসীন ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই মগধের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। কেবল মাত্র বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হস্তিনানগরে মহারাজ পরীক্ষিতের বংশজাত কোন কোন রাজা স্বাধীন অবস্থায় রাজত্ব করিতেছিলেন। বিম্বিসর সরলস্বভাব, প্রিয়ভাষী, বিদ্যোৎসাহী, বুদ্ধিমান, সাহসী অথচ বলবান এবং রমণীয় রূপলাবণ্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সকলের প্রতিই দয়া প্রকাশ করিতেন; এমন কি তাঁহার শত্রুগণও দোষ স্বীকার করিলে তিনি অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে তাহাদের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেন। এক্ষণে বুদ্ধও কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার

নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে মগধে আহ্বান করিলেন।

বুদ্ধ মগধ রাজ্যে আসিয়া সারীপুত্র কাত্যায়ন এবং মদ-গুল্য নামে তাঁহার সুবিখ্যাত তিন জন শিষ্যের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মের সমধিক প্রচার ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিম্বিসর বুদ্ধের কতিপয় উৎকৃষ্ট যুক্তি ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। নগরস্থ সর্ব্ব-প্রকারের ধনী লোকেরা বক্তৃতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এত মণি মুক্তাদি উপহার প্রদান করিল যে তাহা একটী সামান্য রাজ্যের রাজস্ব দিয়াও ক্রয় করা যায় না। রাজা বিম্বিসর বুদ্ধের যুক্তি শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রম নির্ম্মাণ জন্য পুরাতন রাজধানী পরিবেষ্টিত পর্ব্বত পাঁচটীর মধ্যে একটীর শৃঙ্গ তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং স্বয়ংও তাঁহার ধর্ম্মকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া অবলম্বন করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পরমসুখী হন। বুদ্ধের মগধে প্রদত্ত যুক্তি, উপদেশ ও বক্তৃতা সকল কালান্তকে ধর্ম্মশালায় বদ্ধমূল হইয়া অদ্যাপিও ধর্ম্মগ্রন্থরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মহারাজের আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগে তত্রত্য আর্য্য কুলভূষণ ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু রাজার প্রতি কিছু করিবার অধিকার নাই বলিয়াই মনোদুঃখ মনেই বিলীন করিলেন। সাধারণ লোকে ধর্ম্মের অবমাননা করিলে রাজা তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন; কিন্তু যদি স্বয়ং রাজাই সেই দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হন, তবে তাঁহার মুক্তি লাভের সদুপদেশই একমাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া

ব্রাহ্মণগণ নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কতিপয় পরম পবিত্র উপদেশ দান করিলেন; কিন্তু বিম্বিসর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ অরণ্যে রোদনপ্রায় বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া রাজসভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ তাঁহাদের কথায় কোথায় সম্মত হইবেন না। অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের যথোচিত অবমাননা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ একান্ত বিষাদমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই মহারাজের যুবরাজ পুত্র অজাতশত্রু বিবিধবিদ্যা-পারদর্শী ও সৎস্বভাব অশেষশক্তিসম্পন্ন সাহসী ও যুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন। হিন্দু দেব দেবী ও ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরবশ ছিলেন বটে; কিন্তু বিনা কারণে কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার কি দৌরাত্ম্য করিতেন না। বুদ্ধের মত হিন্দু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার প্রতি কুমারের শত্রুতা জন্মিল এবং জিগীষা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মগধ কুমার এককালে বুদ্ধের প্রাণ সংহার করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধেশ তাঁহার সহায় থাকায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বুদ্ধের ও তৎকৃত ধর্ম্মের উচ্ছেদ জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকে নাস্তিক ও তদ্ধর্ম্মকে নাস্তিকধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়া পুনর্ব্বার পরম পবিত্র সর্ব্বসুখপ্রদ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ জন্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার অন্তরে এত দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল যে কুমার তাহার উচ্ছেদে অকৃতকার্য্য হইয়া

মনে মনে আপনাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে বুদ্ধের বিনাশ-সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে পিতার প্রাণবিনাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া তাহারই চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন।

অজাতশত্রু কি উপায়ে সংকল্পিত কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিবেন, দিবারাত্রি এই ভাবনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ বাসনায় তিনি ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজগণের নিকট অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিলেন। সকলেই একচিত্ত হইয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মগধকুমার রাজাদিগের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণের অনতিদীর্ঘকাল পরেই হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে দেবালয় ও ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইল, দেব দেবীদিগের ত্রৈকালিক পূজায় ও ব্রাহ্মণদিগের বেদাদিগ্রন্থ পাঠ দ্বারা নগরে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া শত গুণ প্রবল হইয়া উঠিল। তত্রত্য যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও ব্রাহ্মণগণ কুমারের অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুশীল ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণ নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার অশেষবিধ শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন। কুমারও তাঁহাদের কার্য্যে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া নানাপ্রকার পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

অনেক প্রধান ক্ষত্রিয় বংশধর ও হিন্দু সৈনিকগণ রাজাকে অন্যধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই অবসরে রাজ্যে রাজদ্রোহ ও নানারূপ বিশৃ-

শৃঙ্খলাও উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রুগণ রাজ্যের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অজাত শত্রুর হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস দর্শন করিয়া সৈনিকগণ পুনর্ব্বার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাঁহাদের সহায়তা বলে অত্যল্প কাল মধ্যেই শত্রুগণকে পদাবনত করিলেন। তাঁহার শক্তি প্রভাবে মগধের জয় পতাকা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পুনর্ব্বার নির্ব্বিঘ্নে উড্‌ডীয়মান হইল। তিনি রাজ্যে সুশৃঙ্খলা বন্ধন করিয়া সকলের মনেই অপার আনন্দ প্রদান করিলেন। সৈনিকগণ এক্ষণে তাঁহার একান্ত পদানত হইয়া আজ্ঞাভার বহন করিতে লাগিল। বুদ্ধ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত ভীত চিত্তে ধর্ম্ম প্রচারের আড়ম্বর অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব করিয়া স্বয়ংও বহু-রক্ষক-পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সাবধানে এক পুরী মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ আজাতশত্রু রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়া নিজ সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইলেন। যোদ্ধৃগণ নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ধনিগণ এবং প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় তিনিই বাস্তবিক রাজা হইলেন, বিম্বিসরের কেবল রাজা এই উপাধিমাত্র রহিল। তিনি নামমাত্রে রাজা ছিলেন, কোন রাজকার্য্যের উপর তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য ছিল না। মহারাজ পুত্রের এরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বেই তাঁহার নির্ব্বাসন সংকল্প করিলেন। কুমারও তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ না করিলে স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া সেই

চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়া নিরন্তর তৎসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন!

একদা নিশীথকাল উপস্থিত; গগন যেন অপূর্ব্ব নীলপট পরিধান করিয়া নক্ষত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়াছে; ভগবান কৌমুদী-বল্লভ গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধ রাত্রির পরিচয় প্রদান করিতেছে; দক্ষিণ মলয়ানিল পুষ্পের সৌরভ ভার বহনে হীনশক্তি হইয়া ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক লোক সমাজকে অপার আনন্দ দান করিতেছে; জগৎ নিস্তব্ধ; জীবগণ মায়াবিনী নিদ্রার বশে অচেতন হইয়া কালনিদ্রাপ্রায় নিদ্রিত আছে। মহারাজ একাকী প্রাঙ্গণে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে অজাতশত্রুর একজন গুপ্ত চর তাঁহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া সত্বর গমনে কুমার সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিল। তিনি তন্মুহূর্ত্তেই রণবেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ শাণিত তরবারি এবং বাম হস্তে অসিচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিকদিগকে সুসজ্জিত থাকিতে ও ইঙ্গিত মাত্রে উপস্থিত হইতে অনুমতি করিয়া স্বয়ং পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। কুমারের তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া মহারাজের কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার এরূপ বেশ গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কুমারের কালবেশ হইতে ভয় নামে একটী দুর্ব্বৃত্ত অসুর প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি দুই তিন বার কথা কহিবার চেষ্টা পাইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া মনের ইচ্ছা মনেই লীন করিলেন। কুমার গম্ভীর স্বরে বলিলেন রে দুরাত্মা! হিন্দুকুল পাংশুল নৃপাধম! তুই যেমন কর্ম্ম করিয়া-

ছিস্‌, এই তার ফল হাতে হাতে গ্রহণ কর ; এই বলিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া অতি সত্বর স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজার প্রহরিরা কুমারের ভয়ানক আকৃতি দর্শন মাত্রেই ভয়ে পলায়ন করিল।

অজাতশত্রু পিতৃহত্যার পর বুদ্ধের প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। বুদ্ধও প্রিয় বন্ধু বিম্বিসরের মৃত্যুর পর আপনাকে একান্ত নিঃসহায় দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গার উত্তর তীরে কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তি নগরে গমন করিলেন। তথায় অনাথপিণ্ডদ নামে একজন [redacted] সম্ভ্রান্ত বণিক তাঁহার শিষ্যবর্গ সহ অধিবেশন জন্য বিবিধ কারুকার্য্য সম্পন্ন অট্টালিকাময় একটী পুরী প্রদান করেন। তথায় একটি বৌদ্ধ সমাজ স্থাপিত হয় এবং বুদ্ধের অধিকাংশ যুক্তি, উপদেশ ও বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার আরম্ভ হইলে নগরের অধিকাংশ লোকই তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। বুদ্ধের শ্রাবস্তিতে আগমনের অত্যল্প কাল পরেই কোশলরাজ প্রসন্নগীত তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন বুদ্ধ অজাতশত্রুর ভয় হইতে একরূপ পরিত্রাণ পাইয়া মহারাজ প্রসন্নগীতের প্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে পরম সন্তোষে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

বুদ্ধ বহু শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া পরমাহ্লাদে শ্রাবস্তিতে বসতি করিতে লাগিলেন। তথায় ক্রমেই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা

বৃদ্ধি হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এত অধিক হইল যে ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহাদের সমাবেশ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। বুদ্ধ একদা এইরূপ সমারোহে ও মনের আহ্লাদে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনর্ব্বার পিতৃ দর্শন বাসনায় কপিলবস্তুতে যাইবেন বলিয়া প্রিয় শিষ্য অথচ পরম হিতৈষী কোশলরাজ প্রসন্নগীতের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলেন।

বুদ্ধ দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রতিহারী গমন পূর্ব্বক গল-লগ্নীকৃতবাসে নিবেদন করিল, মহারাজ! বুদ্ধদেব দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। মহারাজ বলিলেন, প্রতিহারি! অবিলম্বে তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। প্রসন্নগীত এই বলিয়া প্রতিহারিকে বিদায় করিয়া পারি-ষদবর্গ সহ নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারিকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধদেব সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ গুরুদেবকে আগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া উচিত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক উপবেশন জন্য রত্নময় সিংহাসন প্রদান করিলেন। বুদ্ধ প্রসন্নগীতকে নানা-রূপ অশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তদুপরি আসীন হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন! আজ আপনাকে এত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল প্রায় বোধ হইতেছে কেন? আপনার হাস্য-পূর্ণ মুখ অদ্য যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র প্রায় মলিন ও নিস্তেজ বোধ হইতেছে। গুরুদেব! কেহ যদি আপনার মরম বেদনার

কোন কারণ উপস্থিত করিয়া থাকে বলুন, আমি তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই উচিত ফল প্রদান করিব। আর যদি আপনার শারীরিক কি মানসিক অন্য কোন প্রকার বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে তবে বলুন, তাহারও প্রতিবিধান চেষ্টা করিব। আপনাকে এরূপ মলিন ও বিষণ্ণ দেখিয়া আমার যৎপরোনাস্তি কষ্ট বোধ হইতেছে; যাহাই কেন হউক না বলিয়া আমায় সুস্থ করুন।

বুদ্ধ প্রসন্নগীতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! কেহ আমার কোন প্রকার মরম বেদনার কারণ উপস্থিত করে নাই। তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণশালী অদ্বিতীয়-শক্তি-সম্পন্ন যাহার শিষ্য, তাহার অন্য কোনরূপ অসুখ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? বৎস! তোমার যত্নে আমি একান্ত মনের সুখে কাল যাপন করিতেছি; বোধ করি দেবগুরুও আমার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারেন না। তুমি বিদ্যমানে আমার কোন প্রকার ভয় কি উৎকণ্ঠা জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তোমার অনুগ্রহেই দুরাত্মা অজাতশত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি। বৎস! তুমি চিরজীবী ও চিরসুখী হও এই আমার বাসনা। ক্রমে তোমার রাজশ্রী সমুদায় পৃথিবী মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করুন। তোমার শক্তি অনিবার্য্য রূপে জগৎ শাসন ও অচিরে দুরাত্মা ধর্ম্মভ্রষ্টদিগের অহঙ্কার চূর্ণ ও খণ্ড খণ্ড করুক।

বুদ্ধের বাক্যাবসান হইলে কোশলরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! যদি কোনরূপ অসুখের কারণ উপস্থিত হইয়া না থাকে, তবে আপনার এতদূর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি?

বুদ্ধ কহিলেন, বৎস! গত কল্য দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়াছি, পরমারাধ্য পিতৃদেবের আর দর্শন পাই নাই; এক্ষণে তাঁহার চরণ দর্শন জন্য মন একান্ত অস্থির হইয়াছে; তাঁহাকে না দেখিয়া মন আর ক্ষণকালও ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছে না। বৎস! স্বর্গ তুল্য জন্মভূমি পরিদর্শনই আমার একমাত্র চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। অতএব শীঘ্রই পিতৃ সদনে গমন করিবার মানসে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণার্থ আসিয়াছি; এক্ষণে তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে বিদায় দিয়া আমার চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন কর।

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ বলিলেন, মহাশয়! ক্ষণকালের জন্যও আপনাকে ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; আপনার সহবাসে এত কাল যে কি সুখে কালযাপন করিলাম তাহা বলিবার নয়; আপনার গমন মনে করিয়াই আমার হৃদয় অকূল বিষাদে মগ্ন হইতেছে; কিন্তু আপনার মন একান্ত চঞ্চল ও বিষণ্ণ হইয়াছে দেখিয়া আপনাকে এখানে আর অধিক কাল বসতি করিতে বলিতে অভিলাষ হইতেছে না, বরং শীঘ্রই আপনাকে কপিলবস্তু পাঠাইতে বাসনা হইতেছে; আপনার মনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছে, আপনি শীঘ্রই পিতৃদর্শনে গমন করুন। বুদ্ধ বলিলেন বৎস! অদ্য অপরাহ্ণেই গমনের ইচ্ছা; তোমার সহিত দেখা শুনা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। মহারাজ পুনর্ব্বার বলিলেন, আপনার চিরশত্রু মহাপাপী অজাতশত্রু এখনও আপনার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে। অতএব আপনাকে কেবল অত্যল্প মাত্র শিষ্য সঙ্গে পাঠাইতে আমার সাহস হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে আত্মরক্ষার্থ সহস্র সৈনিক সঙ্গে করিয়া

লইয়া যান। বুদ্ধ বলিলেন বৎস প্রসন্নগীত! তুমি অতি বিচক্ষণ তোমার নিকট অধিক বাক্য প্রয়োগ সমুদ্রে জলসিঞ্চনপ্রায়; বেলা অধিক হইয়াছে, আমি এক্ষণে বিদায় হই, তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পুত্রসম প্রজাপুঞ্জ পালন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তৎপর হইয়া রাজনিয়মানুসারে রাজ্য শাসন ও অতুল যশ লাভ কর। বুদ্ধ এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে মহারাজ, আর্য্য অভিবাদন করি বলিয়া প্রণত হইলেন। বুদ্ধ, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধ প্রস্থান করিলে মহারাজ প্রধান সেনানীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যোদ্ধৃবর! তুমি স্বয়ং সহস্র সৈনিক সঙ্গে করিয়া আমার ইষ্টদেব পরমাত্মা শাক্যসিংহকে নিরাপদে কপিলবস্তু নগরে উত্তীর্ণ করিয়া আইস। ইহাতে কোনক্রমেই মনোযোগের ত্রুটি কি শৈথিল্য করিও না। সেনানী যে আজ্ঞা বলিয়া সহস্র যোদ্ধা সহ বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল, বুদ্ধ সমুদায় শিষ্যগণকে শ্রাবস্তি ধর্ম্মাধিকরণে রাখিয়া স্বয়ং অত্যল্পপ্রিয় শিষ্যের সহিত কপিলবস্তুতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অজাতশত্রু তাঁহার অনিষ্ট উৎপাদনের নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহিত কোশলরাজদত্ত সহস্র যোদ্ধা থাকাতে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বুদ্ধ নিরাপদে কপিলবস্তু উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যদিগকে কোশলে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।

সেনানী কোশলে উপস্থিত হইয়া নৃপসমীপে সবিস্তার

নিবেদন করিলে মহারাজ তাঁহাকে নানাপ্রকার মধুর সম্ভাষণ করিয়া পুরস্কার প্রদান করিলেন। সেনানী রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধ বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া নগর মধ্যে আনন্দলহরী উত্থিত হইল, সকলেই মদবিহ্বল হইয়া নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ পুত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে অতীব প্রযত্নে রাধাবল্লভের পূজোপহার প্রদান করিলেন। পুরীমধ্যে নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকেই উৎসবে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন।

এদিকে অন্দর মধ্যে কুমারের আগমন বার্ত্তা প্রেরিত হইলে রাণী অপহৃত-মণি-প্রাপ্ত ফণীর প্রায় অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সহচরীগণ দ্বারা নাগরিক কুলবধূগণকে আনয়ন করিয়া অশেষবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় গোপা মন্দিরোপরি পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; তিনি রাণীর এরূপ আনন্দ দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রিয় সহচরী সত্যপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! ভাল দেখ ত, বার বৎসর কাল পর্য্যন্ত অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রাণী আজ কি জন্য এরূপ উৎসব আরম্ভ করিলেন! বিধাতা কি এ হতভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সেই প্রাণবল্লভ শাক্যকুলচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন! "গত নিশিতে স্বপ্ন" এই মাত্র বলিয়াই গোপার কণ্ঠরোধ হইল। তিনি অনিবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রিয়া অঞ্চলে তাঁহার বাস্প মোচন করিয়া

বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গোপা ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, সখি! সেচা জল কতক্ষণ থাকে? স্বপ্নের কথা কি কখন সত্য হয়? সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। সত্যপ্রিয়া পুনর্ব্বার বলিল, সখি! স্বপ্নে কি দেখিয়াছিস বল্ না শুনি! গোপা একটুকু চিন্তা করিয়া বলিলেন, সখি! বলিতে কি কোন অমঙ্গলের কথা নয়; রজনী প্রভাতকল্পা, ভগবান নিশানাথ অস্তাচল-চূড়ায় আরোহণ করিতেছেন, পক্ষিগণ কল কল স্বরে প্রাভাতিক সঙ্গীত করিতেছে, এমন সময়ে মৃদু অনিলভরে আমার নিদ্রাবেশ হইল, নিদ্রা দেবীর স্পর্শ মাত্রেই দেখিলাম, আমার জীবনবল্লভ এ অভাগিনীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন "প্রিয়ে! রজনী প্রভাত হইয়াছে, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর।" সখি! বলিতে কি, এমন সময় যেন আমার শিরে দারুণ বাজ পড়িল, নিয়মিত প্রাভাতিক ভেরী নির্ঘোষে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, উঠিয়া দেখি আমার প্রাণনাথ কোথায়, দিনমণি নিজ জায়া ছায়ার সহিত রক্তিমাভা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বন করিতেছেন। গোপা এই বলিয়াই অস্পষ্ট ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। সত্যপ্রিয়া গোপার বাক্যাবসান হইলে বলিলেন, সখি! লোকে বলিয়া থাকে, মানুষ দিবসে যে চিন্তায় কালযাপন করে, নিশিতেও তাহাই স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দ কি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহাই হউক, অবিলম্বে তোর স্বপ্ন সফল হউক। আমিও গত নিশিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে তুই সুকুমার এক নবকুমার প্রসব করিয়াছিস্।

সত্যপ্রিয়ার কথা শুনিয়া গোপার মুখে কষ্টহাসিপ্রায় একটুকু হাসিও আসিল; মস্তক দক্ষিণে ঈষৎ নত হইল, দক্ষিণ কর্ণের কুণ্ডল কাঁপিতে লাগিল, তদুপরি কুঞ্চিত কেশাবলী লম্বমান থাকিয়া অপরূপ শোভা পাইতে লাগিল। তিনি মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, সখি! আর চিন্তা কি! জগদীশ্বর বুঝি এত দিনে তোমার সুদিন ঘটাইলেন। লোকে কথায় বলে "স্বপ্নে যে কিছু পরের ঘটনা দেখা যায়, তাহা নিজেরই ঘটিয়া থাকে।" তবে সখি! তোমারও বুঝি এত দিনে তাই ঘটিল; যা হউক শুভ সংবাদের মিথ্যাও ভাল।

সত্যপ্রিয়া বুদ্ধের পলায়ন অবধি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এইমাত্র গোপার মুখে হাসি দেখিয়া নিজেও একটুকু হাসিলেন। গোপা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সখি! তুমি যে হাসিলে? সে বলিল, সখি! অনেকদিন পরে তোমার মুখে হাসি দেখিয়াই হাসিলাম। গোপা বলিলেন, সখি সত্যপ্রিয়ে! ভাল আজ আমার এরূপ অবস্থা হইল কেন? বাম চক্ষু ঘন স্পন্দিত হইতেছে; শরীর আহ্লাদে পুলকিত, মন হর্ষপূর্ণ এবং প্রিয়জন দর্শন জন্য একান্ত উতলা হইতেছে। সখি! আমার সেই প্রাণনাথের প্রথম দর্শন দিন ভিন্ন মন ত আর কখনও এরূপ ভাব ধারণ করে নাই! আবার কি আজ আমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগবে। জীবিতেশ্বর কি এ দাসীকে স্মরণ করিয়া দর্শন দিবেন? সত্যপ্রিয়া বলিল, সখি! জগদীশ্বর বুঝি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; ভাল ধৈর্য্য ধারণ কর দেখা যাউক কি হয়।

সখী সহ গোপা এই সকল কথোপকথন করিতেছিলেন,

এমন কালে চিত্রাঙ্গিনী উপস্থিত হইয়া বলিল, ও মা একি! সখি! তোদিগের যে বড় আহ্লাদ আহ্লাদ দেখ্‌ছি! তোরা কি আমারও আগে শুনেছিস! সত্যপ্রিয়া বলিল, ভাল চিত্রাঙ্গিনি সে আবার কি! কই আমরা তো কিছু শুনি নাই। কে কোথায় কি শুনিয়া কি দেখিয়া আসিলি, বল দেখি আমরাও শুনি! চিত্রাঙ্গিনী বলিল, ঠিকই তো তোরা কিছু শুনিস নাই? তবে শুন আমি বলি; আজ আমি রাণীর মহলে গিয়াছিলাম, সেখানে শুনিয়া আসিলাম, শাক্যকুলচন্দ্র কুমার বুদ্ধ আজ বাড়ী আসিয়াছেন। চিত্রাঙ্গিনী এই মাত্র বলিলেই গোপা বলিলেন সখি! তোর কথা ভাল জানা আছে; লোকে বলে "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" তোরও সেই কথা; তুই যা আর আমার পোড়া ঘায় লেবুর রস দিয়ে জ্বালাস নে। চিত্রাঙ্গিনী বলিল সখি! তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না; আমি তোমার মাথা খাই, তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্য করে বলিতেছি রাজকুমার নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। চিত্রাঙ্গিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্য-প্রিয়া আর হাসি সংবরণ করিতে পারিল না; বলিল, সখি! গোপে! এ দিব্যটী বড় মন্দ হইল না; লোকে কথায় বলে "পরের মাথায় দিয়ে হাত কিরা করে নির্ঘাত" আমাদের চিত্রাঙ্গিনীরও সেই দশা, সে পরের মাথায় হাত দিয়ে যা বল ভাই বেশ দিব্য করিতে পারে। চিত্রাঙ্গিনী সত্য-প্রিয়ার কথা শুনিয়া বলিল তোর কথা শুনিলে গা জলে যায়, ভাল চোক থাকী! চোক খেয়ে দেখে আয় না গিয়ে, কুমার এসেছে কি না! সত্যপ্রিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন

চিত্রাঙ্গিনী বলিল, রাজনন্দিনি! ও পোড়ার মুখীর কথায় তুমি কাণ দিও না, আমি যা বলি তাই শোন। আমি মিথ্যা বলিলে যাকে ভাল বাসি তার মাথা খাই, দুটী চোক খাই, মলেও যেন গঙ্গা না পাই। রাজবালে! ঐ দেখ কুমারের আগমনে নগর মহোৎসব-পূর্ণ হইয়াছে; গৃহসকল বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে, প্রতিগৃহের চূড়াই শ্বেত পীত ইত্যাদি ধ্বজা সকল ধারণ করিয়া কুমারের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। গোপা বলিলেন, সখি আমি সব জেনেছি, তোমার আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; এই বলিয়া তিনি সখীগণ সহ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বুদ্ধ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃচরণে প্রণাম ও নানাপ্রকার কথোপকথনের পর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। রাণী সখী বিধুমুখী সহ গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় কুমারকে আগত দেখিয়া বিধুমুখীকে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উচিত সংবর্দ্ধনায় আনয়ন করিয়া উপবেশন জন্য রত্নময় আসন প্রদান করিলেন। কুমার মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলে রাণী অশেষবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া সুমধুর স্বরে মাঙ্গলিক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উচিত উত্তর দান করিয়া মাতৃসমীপে বিদায় গ্রহণ করিলেন, পরে মাতৃসমা ধাত্রী বিধুমুখীকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া গোপার ভবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপা দ্বিরদরদবিনির্ম্মিত খট্টোপরি উপবিষ্ট হইয়া সখী সহ মনের আহ্লাদে নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন,

এমন সময় বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে হাতে চাঁদ পাইয়া সখী সম্বোধিয়া বলিলেন, সখি! ভাল দেখত, চুপি চুপি চোরের মত এ লোকটী কে আসিতেছে? আহা! কি মনোহর রূপ দর্শনমাত্রেই আমার মন প্রাণ হরণ করিল। সখি বার বৎসর অতীত হইয়াছে, প্রাণবল্লভ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এপর্য্যন্ত এ ভবনে আর কখনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই; আজ আবার এ লোকটী কে আসিল একটুকু আগিয়ে দেখে আইস না!

গোপার আজ্ঞায় সখী সত্যপ্রিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারদেশে যাইয়া কুমারবুদ্ধকে আগত দেখিয়া বলিল, মহাশয়! আমাদের এ পুরীমধ্যে পুরুষের প্রবেশে প্রিয়সখী গোপার নিষেধ আছে; আপনি যেই কেন হোন না; পুরীমধ্যে প্রবেশ করিবেন না; প্রবেশ করিলে উচিত দণ্ডবিধান হইবে। রাজকুমার সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; সখি! আমি তোমাদের সখীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। আমি তোমাকে যে দুটি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিয়ে আমার পরম উপকার কর। সখি! ভাল আমার প্রাণাধিকা তো ভাল আছেন! সখী বলিল, ভাল মহাশয়! সে আবার কি? আপনার প্রাণাধিকা? আপনি কে? কোথা হইতে আসিলেন? আপনার প্রাণাধিকাই বা কে?

বুদ্ধ বলিলেন, সখি! আমায় চিনিতে পার নাই! চিনিতে পারিবেও না; সকলই সময়ে করে। তুমি গিয়ে তোমার সখীর নিকট সম্বাদ দেও, যে তোমার চিরাশ্রিত বুদ্ধ দ্বারে উপস্থিত, অভিপ্রায় হইলে পুরীমধ্যে প্রবেশ করে। সত্যপ্রিয়া

তখন সচকিত ভাবে প্রণিপাত করিয়া বলিল; যুবরাজ! এ দাসীর দোষ গ্রহণ করিবেন না। বুদ্ধ বলিলেন, সখি! তোমার দোষ কিং, আমার সময়ের দোষ। সখী বলিল, ভাল মহাশয়! আমাদের সখীকে প্রাণাধিকা বলিতে কি আপনার অণুমাত্রও লজ্জা বোধ হইল না? লোকে প্রাণত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না! তবে আপনি প্রাণাধিকা সখীকে পরিত্যাগ করিয়া এতদিন কিরূপে জীবিত ছিলেন? যাহা হউক, এতদিন পরে যে আপনি আমাদের সখীকে স্মরণ করিয়াছেন, এও আমাদের মন্দের ভাল, শুভাদৃষ্টের পরিচয় বলিতে হইবে। রাজকুমার বলিলেন সখি! এতো তুমি বল না! আমার সময়ে বলে। তোমাকে যাহা বলিলাম যদি ইচ্ছা হয় অনুগ্রহ করে তাই কর। সখী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান পূর্ব্বক গোপার নিকট সবিস্তার নিবেদন করিলে তিনি ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া পরে কুমারকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সত্যপ্রিয়া শীঘ্র আসিয়া কুমার সহ গোপার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল; সখি! এত দিন তুই যে মণিহারা হয়ে উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছিল, এই তোর সেই মণি নে; শিরোমণি হিয়ায় ধারণ করে প্রাণ শীতল কর। বুদ্ধ সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলে গোপা মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া বসনমধ্য হইতে কুমারের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়াই অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কুমার গোপার করে কর সমর্পণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় তাঁহার হস্তে একবিন্দু নেত্রজল পতিত হইলে, তিনি চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন গোপা কাঁদিতেছেন।

তখন তিনি নিজ বস্ত্র মধ্য হইতে উরণা বাহির করিয়া তাঁহার বাষ্প মুছাইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যা হবার তা হয়ে গেল; এখন বৃথা ক্রন্দনে আর ফল কি বল, ক্রন্দন সংবরণ কর; সুখের সময় অসুখ উপস্থিত হইলে মরমে যার পর নাই ব্যথা উপস্থিত হয়; অতএব প্রেয়সি ক্রন্দন করিয়া আর আমায় ব্যাকুল করিও না। পাঠক মহাশয় কিঞ্চিৎ মাত্র মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারেন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রেম পুনর্জীবিত হইলে মান কতক্ষণ থাকিতে পারে। গোপা অবগুঠন মুক্ত করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; নানারূপ সুখালাপে নিশি যাপন করিয়া প্রভাতে কুমার বহির্ব্বাটী প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধ বহির্ব্বাটী আসিয়া স্বকৃত ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে অনেকেই প্রথম তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তদ্ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্প কাল মধ্যে সমুদয় শাক্য-বংশ তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে অনেকেই আগ্রহের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গোপাও কিছুকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় থাকিয়া পরে পতিকেই স্ত্রীজাতির একমাত্র গুরু স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মাতৃস্বসাও গোপার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম এই স্ত্রী বৌদ্ধ প্রথা আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাঁহাদেরই প্রযত্নে ধর্ম্মাধি-করণ স্ত্রীপূর্ণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বহু শিষ্যের গুরু হইয়া পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

অজাতশত্রু পিতৃ হত্যার পর অনেকবার বুদ্ধেরও বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার যৌবনকাল অতীত, বল বিক্রম এবং মনের চাঞ্চল্য দূরে অপসারিত হইয়া মন শান্তি রসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি রিপু পরাজয়ে যত্নশীল হইয়া জ্ঞানী, ও ধার্ম্মিকদিগের সহবাস করিতে লাগিলেন। এটী প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম "যৌবনকালে যিনি যতই কেন দুশ্চরিত্র হউন না, যিনি অল্প কি অধিক যে পরিমাণে পাপই করুন না, যৌবন অন্তে তাহার অনুশোচনা করিয়া তাহার মনে মনে অবশ্যই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে।" ইহার অণুমাত্রও ভুল নাই, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হইয়া অজাতশত্রু ও এখন পিতৃ হত্যাদি যৌবনকালকৃত যাবতীয় পাপ কার্য্য মনে করিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় আপনা হইতেই মরমে আঘাত পাইতে লাগিলেন, এবং যাবতীয় স্বকৃত পাপকার্য্য আলোচনা করিয়া মনে মনে আপনাকে মনুষ্যত্বহীন পশু প্রায় বিবেচনা করিয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

অজাতশত্রুর এখন সে অবস্থা নাই, মনোবৃত্তিও পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ নাই, মলিনতা ক্রমেই তাঁহার দেহের মনোহর কান্তি হরণ করিতেছে, মুখশ্রী এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া ভীরুতার পরিচয় দান করিতেছে, মনোবৃত্তিসকল তেজোহীন হইয়া ক্রমেই শান্ত ও নির্ব্বিকার হইতেছে। মগধরাজ প্রধান অমাত্যের প্রতি যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং প্রিয় সহচরী চিন্তা দেবীকে সঙ্গে করিয়া পিতৃহত্যার

দুরপনেয় পাপপঙ্ক হইতে মুক্তিলাভের উপায় স্থির করিবার জন্য দিবা রাত্রি এক নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া একান্ত বিষণ্ণ মনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অজাতশত্রু এইরূপ বিষাদে মগ্ন আছেন এমন সময় বুদ্ধ পুনর্ব্বার মগধরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স দশাধিক ত্রয়োবিংশ বর্ষ, কিন্তু শারীরিক নিয়ম পালন নিবন্ধন দৃঢ়কায় ও সবল শরীর, হঠাৎ দেখিলে যুবা বলিয়া অনেকেরই ভ্রম জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধ মগধে উপস্থিত হইলে বিহারপতি তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া বরং যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধ প্রথমতঃ পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া তাঁহার আহ্বানে একান্ত ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে অজাতশত্রুর অবস্থা শুনিয়া তাঁহার সে ভয় দূরীভূত হইল, তখন তিনি নির্ভয়ে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। মগধরাজ তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার অধিবেশন জন্য পুরীর বাহিরে বিবিধ রত্নাদি খচিত অশেষ কারু-কার্য্য-বিনির্ম্মিত একটী অট্টালিকা মনোনীত করিলেন; এবং একজন প্রধান কার্য্য-কারককে একদল সৈন্য ও ভেরী ধ্বজাদি রাজ চিহ্ন সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের উচিত সংবর্দ্ধনায় সেই মন্দিরে আনয়নপূর্ব্বক পরম যত্নে অতিথি সৎকার করিতে কহিলেন। বুদ্ধ মগধপতির প্রযত্নে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া সেই গৃহে সে দিবস যাপন করিলেন।

পর দিবস রজনী প্রভাত হইলে অজাতশত্রু বুদ্ধের সাক্ষাৎ-

কার বাসনা করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সারীপুত্র গমন পূর্ব্বক গুরুসমীপে মগধরাজের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি একাকীই আসিয়াছেন? সারীপুত্র বলিলেন, না মহাশয়! তাঁহার সহিত অল্পমাত্র অস্ত্রধারী রক্ষক ও এক জন পারিষদ আসিয়াছে। বুদ্ধ বলিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া কি রাজার নিয়মিত পার্শ্বচর না অন্য কোনরূপ মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন বোধ হইল? সারীপুত্র বলিলেন, তাঁহারা রাজার নিয়মিত পার্শ্বচর, সকলেই শান্তপ্রকৃতি, দেখিলে সরলস্বভাব ও ধর্ম্ম চিন্তা-তৎপর বলিয়া বোধ হয়; মগধরাজকেও এখন পূর্ব্বের ন্যায় দুরভিসন্ধি-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল না। বুদ্ধ ও সারী পুত্র এরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় কাত্যায়ন আসিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন! বিহারপতি অজাতশত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভের ইচ্ছা করিতেছেন। ফাটক মধ্যে অনেকক্ষণ থাকাতে আতপতাপে তাপিত হইয়া যার পর নাই ক্লান্ত হইয়াছেন, যাহা অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুন। বুদ্ধ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, তোমরা চল আমি স্বয়ংই যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া প্রিয় শিষ্য সারীপুত্র ও কাত্যায়ন সমভি ব্যাহারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া মগধপতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অশেষবিধ সদালাপ করিতে করিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়েই এক রত্নময় আসনে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ শিষ্টালাপের পর অজাতশত্রু বলিলেন, মহাশয়! এ দুরাচার মহাপাপী পিতৃহন্তা আপনার নিকট

অগণিত দোষে অপরাধী, বোধ করি নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সে সকল দোষ হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই; আমার অন্তে গতি কি হইবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার এক্ষণে শেষ কাল উপস্থিত, আপনারও নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। মহাশয়! এ জগতে কাহারো চিরদিন সমান যায় না; কার্য্যে মিত্রও শত্রু হয় এবং শত্রুও এককালে পরম মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যত্ন করিলে লোকে বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিতে পারে এবং সময়ে অমৃত হইতেও বিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। লোকে যে হলাহল পানে মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনত্যাগ করিয়া থাকে, আবার সেই হলাহলই সময়ে অগণিত ব্যাধিনাশ করিয়া মনুষ্যের পরমোপকারী হয়। একান্ত সৎস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিও নানা কারণে স্বভাবদূষিত হয় এবং মহাপাপ মন্দবুদ্ধি দুরাত্মা ধর্ম্মভ্রষ্টদিগেরও আবার অল্পকাল মধ্যেই মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পরম পবিত্র ও সর্ব্বত্র সাধুতার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে দেখা যায়। আমি যে পরিমাণে পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, ইহাতে আমার মুখ দর্শন করিলেও পরম পবিত্র স্বভাব তাপসবৃন্দের শরীরে পাপ স্পর্শ করে। আমি এক সময় আপনার প্রাণ বিনাশ পর্য্যন্তও সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আমাকে পূর্ব্ব শত্রু বিবেচনা না করিয়া আমার যৌবনকৃত যাবতীয় দোষ মার্জনা করুন; পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

বুদ্ধ বলিলেন, মহাশয়! চিরদিন কাহারো সমভাব থাকে না; সকলেরই মাতৃগর্ব্ভে শোণিতময় দেহ থাকে, ভূতলে পতিত হইলে জননী প্রযত্নে ক্রমে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয় এবং শৈশবাদি কাল বিশেষে মন পৃথক্ পৃথক্ গতি অবলম্বন করে। যৌবনকালে শরীর সবল এবং মনোবৃত্তিসকল সতেজ হয়। তৎকালে অনেকেই উচিত মত রিপু শাসনে অকৃতকার্য্য হইয়া নানারূপ কুকর্ম্মে লিপ্ত হন। আমার অনিষ্টচিন্তা সে আপনার দোষ নয়, এটী যৌবনকালের স্বাভাবিক নিয়ম। আপনি আমার অনিষ্টচিন্তায় তৎপর ছিলেন, আমিও যে একবারেই আপনার অনিষ্টচিন্তা করি নাই এরূপ কহিতে পারি না। আপনি সবল, আমি দুর্ব্বল বলিয়াই আপনার চিন্তা অপেক্ষা আমার চিন্তাও দুর্ব্বল, সে চিন্তা প্রকাশে আমার নিজেরই অনিষ্ট হয় বলিয়া মনের চিন্তা মনেই রাখিয়াছি; আপনার সে চিন্তা প্রকাশে কোন ক্ষতি নাই বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে আপনার দোষ আর আমারই বা গুণ কি? কিন্তু আপনার যে এত দূর স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ইহাতেই আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আজাতশত্রু বলিলেন স্বভাবের পরিবর্ত্ত না করিয়াই বা কি করি? আমি যেরূপ আমার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলাম, সেইরূপ আবার আমারও বহু পুত্র হইয়াছে, কি জানি পাছে তাহারা আমাব অনুকরণ করে। বুদ্ধ বলিলেন, মহাশয়! আমি আপনার কল্যকার সমুদাচারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তাহা হইতেও শতগুণ অধিক সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি প্রার্থনা করি, আপনি পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হন।